গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি ঃ পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

এম, এ, কামাল

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি : পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

এম, এ, কামাল
(পরিচালক, বিপিএটিসি)

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান
(উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বিপিএটিসি)

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

মুখবন্ধ

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের মধ্যে ত্রাণ ও সাহায্য প্রদানের জন্য বহুসংখ্যক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এগিয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই দেশের নীতি-নির্ধারক মহল অনুধাবন করেন যে, সাময়িক ত্রাণ বা সাহায্য দিয়ে দরিদ্র জনগণকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের জীবন-মান উন্নত করা সম্ভবপর নয়। সে-লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যকীয় বিবেচিত হয়। পুনর্বাসনকল্পে গৃহীত বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে 'প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান ও তার মাধ্যমে আত্ম-কর্ম সংস্থান' কর্মসূচি অধিকতর গুরুত্ব পায় এবং সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে তুলনামূলকভাবে সফলতা লাভ করে। বিভিন্ন বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সীমিত ও ক্ষুদ্রায়তনের এরূপ বহু কর্মসূচি গ্রহণ করে। আস্তে আস্তে এ কর্মসূচি জনগণের সমর্থন পায় ও বিস্তার লাভ করে। উল্লেখযোগ্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, গণ সাহায্য সংস্থা প্রভৃতি বর্তমানে বিস্তৃত পর্যায়ে দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

সরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)', 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' এবং 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক' তুলনামূলকভাবে বৃহৎ পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। তবে অ-কৃষি পেশায় নিয়োজিত এবং বন্ধকী দেবার ক্ষেত্রে অসমর্থ ব্যক্তিদের আত্ম-কর্ম সংস্থানে বিআরডিবি'র ভূমিকাই অগ্রগণ্য ও উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। ৭০ দশকের শেষভাগে বিআরডিবি পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' নামক কর্মসূচি আরম্ভ করে এবং বর্তমানে "পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৫, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৯ এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১২" নামক তিনটি প্রকল্প এক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ১৩৯টি থানায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান ও আত্ম-কর্মসংস্থানে সর্ববৃহৎ সরকারী প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। বক্ষ্যমাণ সমীক্ষায় উক্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গ্রামীণ দরিদ্রদের ভাগ্যোন্নয়নে পরিচালিত এরূপ একটি কার্যক্রম পর্যালোচনার সুযোগদানের জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রের গবেষণা কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই । বিশেষ করে কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম ভূঞার সহৃদয় সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃপক্ষ এবং ময়মনসিংহ, বোদা, কলারোয়া ও নলছিটি থানার পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা প্রদান ও তথ্য সরবরাহের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ । সার্বিক তথ্য প্রদানে সহযোগিতা প্রদানের জন্য নমুনা এলাকার ঋণ গ্রহীতাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ঋণ অ-গ্রহীতা দরিদ্র জনগণের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা । মুদ্রণ কাজে কষ্টসাধ্য শ্রম প্রদানের জন্য জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

বর্তমান সমীক্ষাটিতে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতাদের পেশা, আত্ম-কর্মসংস্থান, ঋণ গ্রহণ, আয়, জীবন-মান উন্নয়ন ও ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়েছে । একটি সরকারী ঋণদান ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প হিসেবে 'পল্লী উন্নয়ন-১২' প্রকল্পের সমপ্রকৃতির কাজে নিয়োজিত অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এর ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় এবং অধিকতর সফলতা অর্জনের পন্থা নির্ধারণে আরও গবেষণা পরিচালনার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি ।

সমীক্ষাটিতে প্রকাশিত তথ্য ও পর্যালোচনায় কোন প্রকার ভ্রান্তি ঘটে থাকলে তা আমাদের সীমাবদ্ধতা হিসেবেই বিবেচ্য হবে । পরিশেষে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ সমীক্ষা যদি কোন গবেষক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থাকে কোনভাবে অনুপ্রেরণা যোগাতে সমর্থ হয় অথবা কোন প্রকার ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো ।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ — গবেষকদ্বয়

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

১.০ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কার্যক্রম ও পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ১
১.২ উপ-মহাদেশে ঋণ আদান-প্রদানের ইতিহাস ২
১.৩ পল্লী উন্নয়ন, সমবায় সমিতি ও ঋণ প্রদান কর্মসূচি ৪
১.৪ পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প ৬
১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা ৮
১.৬ সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৮
১.৭ সমীক্ষার পরিধি ৯
১.৮ ঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংজ্ঞা ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণার ধরন ১১
২.২ নমুনায়ন প্রক্রিয়া ও নমুনা এলাকা ১১
২.৩ নমুনা শ্রেণী ও সংখ্যা ১২
২.৪ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ১৩
২.৫ উপাত্ত সংগ্রহকারী ১৩
২.৬ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ১৩
২.৭ উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম ১৩
২.৮ প্রশ্নপত্র পূর্ব পরীক্ষণ ১৪
২.৯ সীমাবদ্ধতা ১৪
২.১০ প্রতিবেদন পরিকল্পনা ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ নমুনা থানা সমূহে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের পরিচালিত কার্যক্রম

৩.১ নমুনা থানাসমূহে এমবিএসএস ও বিএসএস (প্রাথমিক সমিতি) ও সদস্য সংখ্যা ১৬
৩.২ নমুনা থানাসমূহে প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ ১৬
৩.৩ এমবিএসএস ও বিএসএস গঠন ও পরিচালনা ১৭
৩.৪ থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন ১৯
৩.৫ ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া ২০
৩.৬ ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া ২১
৩.৭ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র বা পেশাসমূহ ২২
৩.৮ নমুনা থানাসমূহে বিগত ৩ বছরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২২
৩.৯ নমুনা থানাসমূহে বিগত ৩ বছরে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ২৩
৩.১০ বিগত ৩ বছরের ঋণ বিতরণ ও আদায় পর্যালোচনা ২৩
৩.১১ সুদের হার ২৪
৩.১২ মাঠ সংগঠকদের কার্যক্রম ২৫
৩.১৩ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি ২৬

৩.১৪ ঋণ প্রদান ও আদায়ে দাপ্তরিক সমস্যা ২৭
৩.১৫ এনজিও ও পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণ প্রদানে বিদ্যমান পার্থক্য ২৮

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ প্রাপ্ত ফলাফল

৪.১ উত্তরদাতা/দাত্রীদের জন-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ৩০
৪.২ সমিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ৩৪
৪.৩ পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ৩৮
৪.৪ ঋণ প্রাপ্তির ফলাফল ৪৬
৪.৫ মাঠ সংগঠকদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ৫৬
৪.৬ ক্রয়কৃত শেয়ারের লাভ প্রাপ্তি ৫৭
৪.৭ উপকার ভোগীদের দৃষ্টিতে অন্যান্য এনজিও'র তুলনায় পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য ৫৮
৪.৮ প্রকল্প এলাকার ঋণ অ-গ্রহীতাদের দৃষ্টিতে প্রকল্পের দোষত্রুটি ৫৯
৪.৯ উপকারভোগীবৃন্দ কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশ ৫৯

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ সুপারিশ ও উপসংহার

৫.১ সুপারিশ ৬১
৫.২ উপসংহার ৬৯

গ্রন্থপঞ্জি ৭০

পরিশিষ্ট
প্রশ্নপত্র - ১ ৭১
প্রশ্নপত্র - ২ ৭৫
চেকলিস্ট ৭৭
পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের জেলা-ওয়ারী তালিকা ৮০

সারণী সূচি

সারণী নম্বর	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩.১	নমুনা থানার সমিতি ও সদস্য সংখ্যা	১৬
৩.২	নমুনা থানার মূলধন ও সুদের অর্থের পরিমাণ	১৭
৩.৩	নমুনা থানাসমূহে বিতরণকৃত ঋণের অর্থের পরিমাণ	২২
৩.৪	নমুনা থানাসমূহে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	২৩
৩.৫	৩ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের খতিয়ান	২৩
৪.১	উত্তরদাতা/দাত্রীদের বয়স	৩১
৪.২	উত্তরদাতা/দাত্রীদের বর্তমান পেশা	৩২
৪.৩	উত্তরদাতা/দাত্রীদের নিজস্ব জমির পরিমাণ	৩৩
৪.৪	উত্তরদাতা/দাত্রীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৩৪
৪.৫	প্রাথমিক সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার সন	৩৫
৪.৬	পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ পছন্দ করার কারণ	৪০
৪.৭	ঋণ গ্রহণের পূর্বের ও পরের কাজের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন	৪১
৪.৮	পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	৪৪
৪.৯	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের বিষয়	৪৫
৪.১০	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	৪৫
৪.১১	প্রাপ্ত লাভ/আয় থেকে সংসার নির্বাহ করে বছরে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ	৪৭
৪.১২	সদস্যবৃন্দের বছরে সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমাণ	৪৮
৪.১৩	পূর্বের তুলনায় বর্তমান জীবন-মান উন্নতির পরিমাপ (এমবিএসএস)	৫০
৪.১৪	পূর্বের তুলনায় বর্তমান জীবনমান উন্নতির পরিমাপ (বিএসএস)	৫১
৪.১৫	ঋণ অ-গ্রহীতাদের মতামত	৫২
৪.১৬	ভবিষ্যতে আর ঋণ না পেলে নিজেকে চালাবার ক্ষেত্রে মনোভাব পোষণ	৫৪
৪.১৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করার বিশ্বাস জন্মেছে কিনা	৫৫
৪.১৮	ক্রয়কৃত শেয়ারের লাভ প্রাপ্তি	৫৭
৪.১৯	শেয়ারের লাভ প্রাপ্তির পরিমাণ	৫৭
৪.২০	অন্য এনজিও'র তুলনায় কেন পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প ভাল মনে করেন	৫৮
৪.২১	পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের দোষত্রুটি	৫৯
৪.২২	পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প আরও ফলপ্রসূ করার জন্য সদস্যদের সুপারিশ	৬০

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলীর মূল শব্দ

সংক্ষিপ্ত শব্দ	মূল শব্দ
বিপিএটিসি	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার
বিআরডিবি	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
ব্র্যাক	বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি
বিএসএস	বিত্তহীন সমবায় সমিতি (পুরুষ)
সিডা	ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী
সিআরটি	সেন্ট্রাল রিসোর্স টীম
এফ ও	ফিল্ড অর্গানাইজার
আইআরডিপি	ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
এমবিএসএস	মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি
এনজিও	নন-গভর্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন
আরডি-১২	রুরাল ডেভেলপমেন্ট (প্রকল্প)-১২
আরডিও	রুরাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার (থানা পর্যায়ে)
টিবিসিসিএ	থানা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশন
টিআরটি	টেকনিক্যাল রিসোর্স টীম

প্রথম অধ্যায়

১.০ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কার্যক্রম ও পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের পরিচিতি

১.১ ভূমিকা :

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। পৃথিবীর তিন হাজার ভাগের এক ভাগ ভূমি এবং মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত এই দেশ। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং ১৯৯১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী এ দেশের লোক সংখ্যা ১১১.৪৫ মিলিয়ন। বর্তমানে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে জনবসতির হার ৭৫৫ জন।[1] এদেশের শতকরা ১৯.৬ ভাগ লোক শহরে এবং ৮০.৪ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে।[2] গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, যার হার বর্তমানে শতকরা ৪৮ ভাগ (হারের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত বিদ্যমান)। কিন্তু বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের (অনু: ৭) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'।[3] আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই সমান অধিকারী। সংবিধানে জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশ গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (অনু: ১০)।[4] সংবিধানের (অনু:১৩) মালিকানা নীতি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানা এবং তারপর ব্যক্তিমালিকানার কথা বলা হয়েছে।[5] দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য; বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়নের উপর সংবিধানে (অনু: ১৬) জোর দেয়া হয়েছে।[6] সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার দেশের প্রত্যেক নারী ও পুরুষই সমানভাবে ভোগ করার কথা।

কিন্তু বাস্তবে চিত্রটি ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে বিদ্যমান রয়েছে। গ্রামের দরিদ্র জনগণ দিনদিনই দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে, পুঁজির অভাবে তারা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এদেশে ভূমির পরিমাণ মাথাপিছু মাত্র ০.২৩ একর। বসতবাড়ীর ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.০৩ একর। দেশে বর্তমানে ১৯.৪

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ, ১৯৯৪ পৃ: ২৫
২। প্রাগুক্ত পৃ: ৪৩
৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ: ৬
৪। প্রাগুক্ত পৃ: ৮
৫। " পৃ: ১০
৬। " পৃ: ১২

মিলিয়ন বসতবাড়ী রয়েছে ।[7] জনসংখ্যার তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ কম বিধায় মৌসুমী ও ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা অত্যধিক বেশী এবং তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে । কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যদিও কমে আসছে, তথাপি অকৃষি পেশায় নিয়োগের উপযোগী ক্ষুদ্র শিল্প, কল-কারখানা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন গড়ে উঠেনি । এ পরিস্থিতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আত্ম-কর্মসংস্থানের উপাদান হিসেবে পুঁজি এবং উপায় হিসেবে ক্ষুদ্র উৎপাদন ও ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়া বিকল্প কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কথা ভাবতে অপারগ ।

১.২ উপমহাদেশে ঋণ আদান-প্রদানের ইতিহাস

ক) 'তাকাবী ঋণ' ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম পরিবারে সঞ্চয়ের অভ্যেস ছিল । "সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ঋণ-প্রদান, সুদ গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধকী প্রদান ব্যবস্থা আড়াই হাজার বছর পূর্বে থেকেই বাংগালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যখন বাংলার পশ্চিম তীরে ভারতীয় সভ্যতা বিকাশ লাভ করে" ।[8] গোটা উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থা না থাকায় পুঁজি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গ্রামীণ মহাজন ও অর্থ-কারবারীগণ চড়া সুদে ঋণ প্রদানের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে দরিদ্র কৃষকদেরকে শোষণ করতে থাকে । দু:খজনক হলেও সত্য যে, ইংরেজ শাসনামলে শাসকবৃন্দ গ্রাম্য মহাজনদেরকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । ঔপনিবেশিক শাসনকালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির ফলে ভূমির মূল্য বাড়তে থাকে এবং ভূমি বন্ধকী রেখে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মহাজনগণ বরঞ্চ আর্থিক নিরাপত্তা ভোগ করতো ও বেশী মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হতো ।

কিন্তু মহাজনদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে । অবশেষে অত্যাচারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৮৭৮ সালে পুনার পঁয়তাল্লিশটি গ্রামে এবং আহমেদনগরের পঁচিশটি গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ ঘটে এবং গ্রাম্য মহাজনদের উপর তারা আক্রমণ করে ও তাদের রেকর্ডপত্র পুড়িয়ে ফেলে । [9] এই ঘটনার তদন্তের ভিত্তিতেই

৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ, ১৯৯৪, পৃ: ৪৫

৮। রুরাল সেভিংস এ্যান্ড ক্রেডিট ইন বাংলাদেশ, ক্লারেন্স মেলনী ও এ, বি, শরফুদ্দিন আহমেদ, পৃ: ১

৯। বিজয়, দাস বি, কোঅপারেশন ইন পান্জাব জুলিন্দর, পান্জাব কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন ১৯৫৯, পৃ: ৩৭

'Deccan Agriculturists' Relief Act of 1879' পাশ করা হয় । এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যাতে কৃষকের জমি অ-কৃষকদের হাতে না যায় এবং ঋণগ্রস্ততা যেন হ্রাস পায় । "Sir Willian Wedddenburn and Justice Ranade Suggested a scheme for an agricultural bank to enable farmers to borrow money at reasonable rates for productive purposes"[10]। প্রথমে তাদের সুপারিশ তদানিন্তন ভারত সরকার গ্রহণ করেনি । কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই সুপারিশের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'The Land Improvement Act of 1883' এবং 'The Agriculturists Loan Act of 1884' পাশ করা হয় ।

তারপর কৃষকদেরকে পাবলিক ফান্ড থেকে ঋণ প্রদান শুরু হয় । ঋণপ্রদান ও আদায়ের দায়িত্ব তখন জেলা প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল । এভাবেই সরকারের ঋণ প্রদান কর্মসূচির সূচনা হয় এবং এটা 'তাকাবী ঋণ' হিসেবে পরিচিত ছিল । এই 'তাকাবী ঋণ প্রথা' ১৯৪৭ সন এমনকি তারপরেও এদেশে প্রচলিত ছিল । অর্থের স্বল্পতা এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতির প্রভাবে এই ঋণদান কর্মসূচী অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় । এতে কৃষককুল আবার গ্রাম্য মহাজনদের দরজায় ধর্ণা দিতে থাকে । ফলে, উণবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রাম্য মহাজনদের প্রতাপই চলতে থাকে ।

খ) <u>সমবায় ঋণদান প্রথা</u>

Sir Federic Nicholson অবশেষে ১৮৯৫ সালে গ্রাম্য মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদেরকে বাঁচানোর জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'সমবায় ঋণদান সমিতি' গঠনের সুপারিশ করেন । ফলে 'Act of 1904' অনুসারে সমবায় আন্দোলন সরকারীভাবে শুরু হয় । প্রথমে ২৪টি সমবায় সমিতি 'Boroda state' এ গঠিত হয় ।[11] তারপর 'Bengal Money Lenders Act, 1933' এদেশে কার্যকরী হয় ।[12] ক্রম বিবর্তনের ধারা হিসেবে ১৯৩১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত তিনবার আইন প্রণয়ন করে সমবায় সমিতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয় ।

১০। Cleanor M. Hough, Co-operative Movement in India, Calcutta, Geobbrey Cumerlege, 1932, P.46

১১। J.C. and Singh, B.N., History of Rural Development in Modern India, Vol. 1, 1967. P.48.

১২। Skawkat Ali A M M, Agricultural Credit in Bangldesh, P.4.

গ) রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, ১৭৭৩ সনে বাংলার তদানিন্তন গভর্ণর (পরে গভর্ণর জেনারেল) ওয়ারেন হেসটিংস কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'Central Bank in Bengal and Bihar' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন ।[13] ১৭৭৩ সনে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু সেই ব্যাংক শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি । অবশেষে, ১৯৩১ সনের 'সেন্ট্রাল ব্যাংকিং ইনকোয়ারী কমিটি'র সুপারিশ অনুসারে ১লা এপ্রিল, ১৯৩৫ সনে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সনে 'ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয় । তারপর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ মূলে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

বাংলাদেশের কৃষকদের কল্যাণে ১৯৭৩ সনের এপ্রিল মাসে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' এর জন্ম হয় । কৃষি ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । কিন্তু চাহিদার তুলনায় অর্থের যোগান কম ছিল বিধায় ১৯৭৭ সনে ১০০ কোটি টাকার 'বিশেষ কৃষি ঋণদান কর্মসূচী' গ্রহণ করা হয় । বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সরকারের এই বিশেষ ঋণদান কর্মসূচিকে সাফল্য মন্ডিত করণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে

১.৩ পল্লী উন্নয়ন, সমবায় সমিতি ও ঋণ প্রদান কর্মসূচি

ক) আইআরডিপি (সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি)

সমবায় ঋণদান কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ অবদান হিসেবে ১৯৭১ সনে বিখ্যাত "Comilla Experiment on rural development model" এর অংশ হিসেবে আইআরডিপি জন্ম লাভ করে ।[14] নতুন দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের কৃষকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সমিতি চালাতে অধিকার লাভ করে । এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল 'কৃষক সমবায় সমিতি'গুলোকে ঋণ ও সেবাদান করা । ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের ২৫০ টি থানায় 'আইআরডিপি' এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় । গ্রামীণ সমাজে এর মূল এতই প্রোথিত হয় যে, অবশেষে ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে

১৩। Reserve Bank of India, Reserve Bank of India : Functions and Working, 1984, P.2.

১৪। Skawkat Ali, A M M Agricultural Credit in Bangladesh, P.54.

'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'তে রূপান্তরিত করা হয় । বিআরডিবি'র জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে ।

খ) বেসরকারী ঋণ প্রদান কর্মসূচী

গ্রামীণ ব্যাংক : দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে ১৯৭৬ সালে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা আরম্ভ করে । 'ব্যাংকের কাছে গ্রাহক আসবেনা, ব্যাংক গ্রাহকের কাছে যাবে' এই নীতির ভিত্তিতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয় । সহায় সম্বলহীন, বিশেষ করে ভূমিহীন অথবা ০.৫০ একর এর নীচে যাদের ভূমি রয়েছে, তাদেরকে বিনা জামানতে এই প্রকল্প থেকে ঋণদান আরম্ভ করা হয় । প্রত্যক্ষ ও সুনিপুণ তত্ত্বাবধানের ফল স্বরূপ দেখা যায় যে, ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৮ । এই সাফল্যকে সম্বল করে ১৯৭৯ সনে এই প্রকল্প 'গ্রামীণ ব্যাংক' হিসেবে কোম্পানী আইনে নিবন্ধীকৃত হয় এবং সুনামের সাথে গ্রামের ছিন্নমূল মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনে ঈর্ষণীয় অবদান রেখে যাচ্ছে । এতে দেশে ও বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানটির সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

গ) (এনজিও) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান : স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে । পুনর্বাসন কর্মসূচী নিয়ে প্রথমে 'ব্র্যাক' নামের একটি এনজিও বৃহত্তর সিলেট জেলায় কার্যক্রম আরম্ভ করে । বর্তমানে ১৯৬১ সনের 'Social Voluntary Registration Act' অনুসারে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীন ১৯০০০ বেসরকারী সমিতি নিবন্ধিকৃত আছে । এনজিও ব্যুরোর আওতায় বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত নিবন্ধীকৃত এনজিও'র সংখ্যা বর্তমানে ৮০৫ টি । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন সূত্র থেকে এনজিও সমূহ অদ্যাবধি প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করে গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছে বিতরণ করেছে । ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক বলে এনজিও ফোরাম দাবী করে যাচ্ছে ।

বর্তমানে 'গ্রামীণ ব্যাংক' ও এনজিও সমূহের তৃণমূল পর্যায়ে ঋণ ও সেবাদানের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ঋণদান কর্মসূচির প্রতি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা ও প্রত্যয়ে যথেষ্ট ভাটা পড়ছে । কারণ, সরকারী ঋণদান কর্মসূচির

১৫। Skawkat Ali, A M M Agricultural Credit in Bangladesh, P.54.

ক্ষেত্রে জটিল আনুষ্ঠানিকতা, বিলম্ব, তত্ত্বাবধানে উদাসীনতা এবং উদ্বুদ্ধকরণে আন্তরিকতার ঘাটতি দরিদ্রদেরকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঠেলে দিচ্ছে । সরকারী প্রকল্পসমূহের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পটি সেবা, ঋণ প্রদান ও কলেবরের দিক থেকে বিদ্যমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে তুলনা করার মত একটি প্রকল্প । প্রকল্পটি দরিদ্র জনগণকে সরকারী কর্মসূচীর প্রতি কিছুটা হলেও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে । বর্তমান সমীক্ষায় এই প্রকল্পের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে ।

১.৪ পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প

১.৪.১ সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণদান কর্মসূচীর পুরোভাবে রয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), যা কুমিল্লা পদ্ধতির উত্তরসূরী । বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্পের নাম 'পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প '। ১৯৮৮ সাল থেকে এই প্রকল্পটি যাত্রারম্ভ করে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ১৭টি জেলার ১৩৯ টি থানায় এর কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে । প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি জুন, ৯৪ পর্যন্ত চলমান ছিল । পরে এর সময়সীমা আরও ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রকল্প এলাকার আয়তন এবং বিনিয়োগের দিক থেকে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প সর্ব বৃহৎ । ক্যানাডিয়ান সরকারের (সিডা) আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে । প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় (জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত) বরাদ্দের পরিমাণ ১০৫৪০.৩৫ লক্ষ টাকা ।. এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৮৬১.৮৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ৯৬৭৮.৫০ লক্ষ টাকা সিডা প্রদান করবে ।

১.৪.২ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

ক) প্রকল্পাধীন এলাকার ৩,৬২,৫০০ জন বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাকে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হয় ।

খ) বিত্তহীনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং

গ) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । বিত্তহীনদের মাঠ পর্যায়ে পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ৬ টি বৃহত্তর জেলায় 'টেকনিক্যাল রিসোর্স টীম' গঠন করা হয়েছে ।

১.৪.৩ ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের শেষ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি [16]

		প্রকল্পের লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি
১।	বিত্তহীন সদস্য ভর্তি (পুরুষ)	১,৮১,২৫০ (জন)	১,৩৯,৮৩৮
২।	বিত্তহীন সদস্য ভর্তি (মহিলা)	১,৮১,২৫০ "	২,৫১,৬৯৫
৩।	বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বি এস এস) গঠন	৭,২৫০ (দল)	৫,২৬৪
৪।	মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি গঠন (এম,বি,এস,এস)	৭,২৫০ (দল)	১০,৫৭০
৫।	বি,এস,এস দের সঞ্চয় জমা	৪৩৯.৭৫ (লক্ষ টাকা)	৩৭৯.২৭
৬।	এম,বি,এস,এস দের সঞ্চয় জমা	৪৩৯.৭৫ "	৬৪৯.৭০
৭।	সদস্য উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫৬,১২২ (জন)	৪০,৮৭৫
৮।	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১,৩৯,৬৮০ "	৫৬,২৮৮
৯।	বি,এস,এস দল সমূহে ঋণ প্রদান		৩,২৩২.৬৭ (লক্ষ টাকা)
১০।	এম,বি,এস,এস দলসমূহে ঋণ প্রদান		৫,২৭০.৯৫ (লক্ষ টাকা)
১১।	বি,এস,এস,এস দলের ঋণ আদায়		২,২৬৫.৯৮ (লক্ষ টাকা)
১২।	এম,বি,এস,এস দলের ঋণ আদায়		৩,০৪৫.৪৯ (লক্ষ টাকা)
১৩।	বি,এস,এস দল থেকে ঋণ আদায়ের হার		৮৬%
১৪।	এম,বি,এস,এস দল থেকে ঋণ আদায়ের হার		৯৬%

১.৪.৪ বিআরডিবি কর্তৃক মূল্যায়ন [17]

বিআরডিবি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মূল্যায়ন (নমুনা গ্রহণ ভিত্তিতে) দেখা যাচ্ছে যে,

ক) পুরুষ সদস্যবৃন্দ বছরে গড়ে ২,২৪২ টাকা বিনিয়োগ করে ৪,৭২১ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে ।

খ) মহিলা সদস্যবৃন্দ বছরে গড়ে ২,১২৬ টাকা বিনিয়োগ করে ৩,০৮৯ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে ।

গ) সদস্যদের বেকারত্ব কর্জ প্রাপ্তির পূর্বে ছিল ১১%, বর্তমানে তা কমে গিয়ে ১% এ দাঁড়িয়েছে ।

ঘ) কর্জ গ্রহীতা মহিলাদের সফলতা অধিকতর । মহিলাদের বার্ষিক অতিরিক্ত ৫৯% কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ।

ঙ) পেশার পরিবর্তন ঘটেছে । পুরুষ দিন মজুর সদস্যরা বর্তমানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মহিলা সদস্যরা দিন মজুরের পরিবর্তে উপার্জনকারী আত্ম-নিয়ন্ত্রিত পেশা গ্রহণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হয়েছে ।

চ) কর্জ গ্রহণকারীদের আয় অ-গ্রহণকারীদের তুলনায় ৪৮% বেশী ।

ছ) কর্জ গ্রহীতা তথা সদস্যদের জীবন মান নিম্ন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে :

১৬। বিআরডিবি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯২-৯৩, পৃ: ৬২-৬৪ ।
১৭। বিআরডিবি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯২-৯৩, পৃ: ৬৫ ।

১।	বস্ত্র পরিধান ও সাবান ব্যবহার	৭৬%
২।	অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	৬৩%
৩।	খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	৬২%
৪।	পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	৬২%
৫।	স্বাস্থ্য ও পয়:ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪৭%
৬।	ছেলেমেয়েদের শিক্ষা	৪৭%
৭।	বসত বাটীর উন্নয়ন	১৮%
৮।	জমির মালিকানা	২২%

১.৪.৫ বিআরডিবি'র মতে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পটি বিত্তহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি সার্থক প্রকল্প । এর সার্বিক অগ্রগতী সন্তোষজনক বলে দাবী করা হয় ।

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচী হিসেবে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পটি মূল্যায়ন করা হলে এর সার্থকতা ও সমস্যাসমূহ জানা সম্ভবপর হবে । প্রকল্পটির সার্থকতার মাত্রা আশানুরূপ হলে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যাবে ।

খ) প্রকল্পটির সমস্যা ও ব্যর্থতার বিষয় চিহ্নিত করা গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যর্থতাসমূহ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ/ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে ।

গ) সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আত্ম-কর্মসংস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচীর স্বরূপ ও ফলাফল উদঘাটন করা সম্ভব হলে বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করা যাবে । এতে সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ সম্যক জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন ।

১.৬ সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

গবেষণাটি নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে পরিচালিত হয়েছে :

ক) পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সদস্য নির্বাচন, সমিতি গঠন, সঞ্চয়ী তহবিল গঠন, ঋণ গ্রহণ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের স্বরূপ বিশ্লেষণ

খ) ব্যক্তি ও দলীয়ভাবে সদস্যদের অর্থোপার্জন ও পেশা গ্রহণ/পরিবর্তন পর্যালোচনা

গ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যবহার ও ঋণ শোধ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

ঘ) সদস্য/সদস্যাদের জীবন মান উন্নয়নের ক্ষেত্র ও হার চিহ্নিতকরণ

ঙ) প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ

চ) প্রয়োগযোগ্য ক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ।

১.৭ সমীক্ষার পরিধি :

সমীক্ষাটির পরিধি 'পল্লী উন্নয়ন-১২' প্রকল্পের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । নিম্নলিখিত বিষয়াবলী সমীক্ষায় বিশ্লেষিত হয়েছে :

ক) লক্ষীভূত সদস্য/সদস্যাদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট

খ) সদস্য/সদস্যাদের ঋণ গ্রহণের পূর্ব ও পরবর্তীকালীন পেশা, অর্থোপার্জন, জীবন-মান উন্নয়ন

গ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধন প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও সমস্যা

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান ও পরিশোধ বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ঙ) পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি

চ) গৃহীত পেশাসমূহের সাফল্যের খতিয়ান

ছ) প্রকল্প সম্পর্কে সদস্যদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি ।

১.৮ ঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংজ্ঞা

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস 'রুরাল ক্রেডিট সার্ভে ইন বাংলাদেশ' নামক জরীপে ঋণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে :

ঋণ : ঋণ কোন দলিলে এরূপ একটি চুক্তি যার ফলে কিছু পরিমাণ অর্থ অথবা কোন দ্রব্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়, যা নির্ধারিত শর্তে ও অবস্থায় ফেরত প্রদানের শর্ত থাকে ।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ : কোন সরকারী, আধা-সরকারী অথবা বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত শর্ত ও অবস্থায় প্রদত্ত ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বলা হয় । বিভিন্ন ব্যাংক, সরকারী সংস্থা, সমবায়ী সংস্থা, কেয়ার, কারিতাস, ব্র্যাক প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে পরিগণিত ।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ : একজন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য একজন ব্যক্তিকে কতিপয় শর্ত ও অবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরতদান সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণকে বুঝিয়ে থাকে ।

বর্তমান গবেষণায় বিবিএস এর নির্ধারণকৃত উপযুক্ত সংজ্ঞা ঋণ, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণার ধরন :

এই গবেষণা কর্মটি "মূল্যায়নমূলক সমীক্ষা" হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । কেননা, এ সমীক্ষায় পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা, ত্রুটি, ব্যর্থতা ও সফলতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

২.২ নমুনায়ন প্রক্রিয়া ও নমুনা এলাকা :

বাংলাদেশের ৫টি বৃহত্তর জেলায় (ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা ও বরিশাল) পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে । বর্তমানে ঐ পাঁচটি বৃহত্তর জেলা ১৭টি নতুন জেলায় বিভক্ত হয়েছে । নমুনায়নের সুবিধার্থে ৫টি বৃহত্তর জেলার ৪টি থেকে বহু পর্যায়ী দৈব নমুনায়ন (Multi-stage Random Sampling) পদ্ধতিতে প্রথমে ৪টি নতুন জেলা নির্বাচন করা হয় । সেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে ১টি করে থানা এবং প্রতি থানা থেকে ১/২টি করে ইউনিয়ন দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় ।

উল্লেখ্য, প্রতিটি নমুনা থানায় কমপক্ষে ২টি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এসবিএসএস) এবং ২টি বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বিএসএস), মোট ৪টি সমিতির মধ্য থেকে সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় । দুটি থানার ১টি করে ইউনিয়নেই এরূপ ৪টি সমিতি পাওয়া গেছে (যেমন, ময়মনসিংহ সদর ও কলারোয়া থানা), আবার দুটি থানার ২টি করে ইউনিয়নে এরূপ ৪টি সমিতি পাওয়া গেছে (যেমন বোদা ও নলছিটি থানা) । গ্রামের সংখ্যা সব থানাতেই ২ বা ততোধিক গ্রহণ করতে হয়েছে । নিম্নে নমুনা এলাকার নামসহ ছক প্রদান করা হলো :

বৃহত্তর জেলা	ময়মনসিংহ	দিনাজপুর	খুলনা	বরিশাল
নির্বাচিত নতুন জেলা	ময়মনসিংহ	পঞ্চগড়	সাতক্ষীরা	ঝালকাঠি
নির্বাচিত থানা	ময়মনসিংহ সদর	বোদা	কলারোয়া	নলছিটি
নির্বাচিত ইউনিয়ন	পরাণগঞ্জ	ময়দানদিঘি ও বোদা	মুরারী কাঠি	নলছিটি ও কুলকাঠি
নির্বাচিত গ্রাম	উত্তর মীরকান্দা পাড়া ও দক্ষিণ মীরকান্দা পাড়া	ময়দানদিঘি ও বোগলাডাংগী/ ইসলামপুর	উ:মুরারীকাঠি ও দ:মুরারীকাঠি	গৌরীপাশা ও বহুংগল/ বিটপাশা

২.৩ নমুনা শ্রেণী ও সংখ্যা :

প্রতিটি নমুনা থানা থেকে বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য ২০ জন, মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য ২০ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অ-গ্রহণকারী ১০ জন ব্যক্তিকে (পুরুষ ও মহিলা) নমুনা শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে । এভাবে ৩টি শ্রেণী থেকে প্রতি থানায় ৫০ জন করে উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে । নিম্নে নমুনা শ্রেণী ও সংখ্যা প্রদর্শিত হলো :

১।	মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এমবিএসএস) এর সদস্য	=	২০ জন X ৪ থানা = ৮০ জন
২।	বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বিএসএস) এর সদস্য	=	২০ জন X ৪ থানা = ৮০ জন
৩।	কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অ-গ্রহীতা (দরিদ্র ব্যক্তি)	=	১০ জন X ৪ থানা = ৪০ জন
			সর্বমোট = ২০০ জন

প্রসংগত উল্লেখ্য, বিত্তহীন সমবায় সমিতি বা 'বিএসএস'এর সদস্য বলতে পুরুষ সদস্যকেই বোঝানো হয়ে থাকে । যারা ভুমিহীন, বেকার কিংবা অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি এবং যাদের সামান্য ভুমি আছে কিন্তু তার দ্বারা সংসার নির্বাহ করতে সক্ষম হচ্ছেন না, বরন্চ জমি বিক্রি করে ভুমিহীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছেন, এরুপ ব্যক্তিবৃন্দ (পুরুষ ও মহিলা) কোন সমিতির সদস্য হয়েছেন অথবা হননি এবং এখন পর্যন্ত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করেননি,তাঁদেরকে 'ঋণ অ-গ্রহীতা'

হিসেবে গণ্য করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে । এদের শতকরা ৯৫ ভাগ পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এবং উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা ও মতামত প্রকাশ করেছেন । পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়নে তাঁদের প্রদত্ত মতামত বিশেষ ভূমিকা রাখবে মনে করেই তাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ।

২.৪ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি :

এই গবেষণায় অনুসূচি (Schedule) সহ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং চেকলিস্টসহ পল্লী উন্নয়ন-১২ এর থানা দপ্তর সমূহের নথিপত্র নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে । এ ছাড়া এমবিএসএস ও বিএসএস সদস্যদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা, পেশা পরিচালনা, বাড়ী ঘরের অবস্থা ও বাস্তভিটার খালি জমি ব্যবহার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ছেলে-মেয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ।

২.৫ উপাত্ত সংগ্রহকারী

৪ জন উপাত্ত সংগ্রহকারী নমুনা এলাকায় গিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন । সহযোগী গবেষক প্রত্যক্ষভাবে উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া তদারক করেন ।

২.৬ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ

একমুখী (Uni-variate) ও দ্বিমুখী (Bi-variate) সারণীর মাধ্যমে মানব-শ্রম দ্বারা (Manually) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে । শতকরা, গড়, প্রভৃতি সাধারণ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ।

২.৭ উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম

এমবিএসএস ও বিএসএস সদস্যদের জন্য ১টি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় এবং ঋণ অ-গ্রহীতাদের জন্য একটি পৃথক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় । বাংলা ভাষায় প্রণীত এই দুটি প্রশ্নপত্র ছাড়াও থানা পল্লী উন্নয়ন-১২ দপ্তরের তথ্যাদি গ্রহণে বাংলা ভাষায় ১টি চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয় । উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ২টি প্রশ্নপত্র ও ১টি চেকলিস্ট ব্যবহৃত হয়েছে ।

২.৮ প্রশ্নপত্র পূর্ব-পরীক্ষণ

বগুড়া জেলার শেরপুর থানার ১টি এমবিএসএস ও একটি বিএসএস এর সদস্যদের মধ্যে প্রশ্নপত্রসহ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রণীত প্রশ্নপত্রটি পূর্ব-পরীক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাধন করা হয় ।

২.৯ সীমাবদ্ধতা

সমীক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় সীমাবদ্ধতা তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে । সেগুলো হলো :

ক. এমবিএসএস ও বিএসএস সদস্যদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই কেবল স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন । তাই ঋণ দ্বারা গঠিত পুঁজি থেকে মাসিক বা বার্ষিক আয় এবং সংসার নির্বাহ করে বছরান্তে উদ্বৃত্ত অর্থের সঠিক পরিসংখ্যান তাদের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি । আয়, লাভ ও বছরান্তে সঞ্চয়ের হিসাবকে 'আনুমানিক' হিসেবে ধরাই সমীচীন হবে ।

খ. এমবিএসএস এর অনেক সদস্যই নিজে ঋণের টাকা দ্বারা ব্যবসা না করে স্বামী বা পুত্রকে দিয়ে ব্যবসা করান । অনেকে প্রাপ্ত ঋণ সুদের ব্যবসায় নিয়োজিত রেখেছেন । তাঁরা প্রকৃত তথ্য গোপন করে গেছেন । স্বল্প সময়ে এবং অংশগ্রহণহীন পর্যবেক্ষণে এসব তথ্য উদঘাটন সম্ভব ছিলনা ।

গ. ঋণ প্রাপ্তির পূর্বের প্রকৃত অবস্থার তথ্য না থাকায় মূল্যায়ন মূলক গবেষণায় প্রকৃত তুলনাকরণ সম্ভবপর নয় । এক্ষেত্রে বর্তমান সমীক্ষা কেবল বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে ।

ঘ. উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পরিমাপ শতকরা হারে প্রদর্শন করা হয়েছে । এটি মূলত: উত্তরদাতাদের মতামতানুসারেই করা হয়েছে । তবে পদ্ধতিটিকে বিজ্ঞান সম্মত বলা যাবেনা । এটিও অনেকটা অনুমান নির্ভর মতামত বলা যায় ।

ঙ. অন্যান্য এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ প্রদান কর্মসূচীর সংগে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের তুলনা অনেকটা একপেশে । কেননা, অন্যান্য এনজিওদের মতামত এখানে গৃহীত হয়নি । ফলে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের ভাল দিক গুলোকেই অন্যান্য এনজিও'র সংগে তুলনা করেছেন, মন্দ দিকগুলো নয় ।

এত কিছুর পরও বলা যায় যে, স্বল্প বাজেট, লোকবল ও স্বল্প সময়ে কৃত এই গবেষণা পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের মূল্যায়নে একটি ধারণা পাঠক সমাজ ও নীতি নির্ধারকদেরকে দিতে সক্ষম হবে । সার্বিক ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য আরও ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজনের কথাটি এই সমীক্ষা থেকে অনুমান করা যাবে ।

২.১০ প্রতিবেদন পরিকল্পনা

প্রতিবেদনটিতে মোট ৫টি অধ্যায় রয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বর্ণনা, গবেষণার যৌক্তিকতা, পরিধি ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার ধরন, নমুনা এলাকা, শ্রেণী ও সংখ্যাসহ ব্যবহৃত উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম ও সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ হয়েছে । তৃতীয় অধ্যায়ে নমুনা থানা সমূহের বিবরণ ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ, সমিতি সংখ্যা, পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণসহ অন্যান্য পালিত কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, প্রভৃতি বিষয় বিধৃত হয়েছে । চতুর্থ অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ে উত্তরদাতা শ্রেণীসমূহের সদস্যদের মতামত, বর্তমান অবস্হা, আয়সহ আর্থ-সামাজিক অবস্হার চিত্র এবং উত্তরদাতাদের কৃত মূল্যায়নসহ সুপারিশ বিবৃত হয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ ও উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে ।

ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রসমূহ, চেকলিষ্ট, ও প্রয়োজনীয় তালিকা প্রভৃতি পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ নমুনা থানাসমূহে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের পরিচালিত কার্যক্রম

৩.১ নমুনা থানাসমূহে মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এমবিএসএস) ও বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বিএসএস) এর সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা

নমুনা থানাসমূহে নিবন্ধীকৃত এমবিএসএস এর সংখ্যা বিএসএস সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। বিগত ১৯৯১ সাল থেকে বিএসএস আর গঠন করা হয়না বললেই চলে। ফলে এমবিএসএস সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতিগুলোর কার্যকলাপ, কিস্তি প্রদান, শৃংখলা বজায় রাখা এবং ঋণ পরিশোধ সন্তোষজনক বলে পল্লী উন্নয়ন-১২ কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে। নিম্নের সারণীতে সমিতি ও সদস্য সংখ্যা দেখানো হলো :

সারণী-৩.১

নমুনা থানার সমিতি ও সদস্য সংখ্যা

নমুনা থানা	সমিতি সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা	
	এমবিএসএস	বিএসএস	এমবিএসএস	বিএসএস
ময়মনসিংহ সদর	৯৫	১৫	২,৫৬৫	৩০৩
বোদা	৭৮	২৭	২,০৫৪	৬৭৮
কলারোয়া	৭২	৩৩	১,৯১৬	৮৫৩
নলছিটি	১০৯	৩১	২,৭১২	২৩৭
মোট	৩৫৪	১০৬	৯,২৪৭	২০৭১
শতকরা	৭৬.৯৬	২৩.০৪	৮১.৭০	১৮.৩০

(উৎস : নমুনা থানাসমূহের আরডি-১২ প্রকল্প দপ্তর থেকে গৃহীত)

৩.২ নমুনা থানাসমূহে প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ

নমুনা থানাসমূহে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের অর্থের প্রধান উৎস কেন্দ্রীয় দপ্তর থকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদান। এই অনুদানের অর্থ ঋণ আকারে লগনী করে সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে যে সুদ পাওয়া যায়; সে অর্থও উৎস হিসেবে

বিবেচিত হয়ে থাকে । তাছাড়া অবিতরণকৃত মূলধন, যা ব্যাংকে আমানত হিসেবে থাকে, সেখান থেকেও প্রাপ্ত সুদ মূলধন হিসেবে পরিগণিত হয় ।

সমিতির সদস্যবৃন্দকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করতে হয় । শেয়ার বিক্রির টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাটিয়ে তার লাভ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ রয়েছে । তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রির অর্থ ব্যাংকেই গচ্ছিত থেকে গেছে । অন্য কোন ক্ষেত্রে খাটানো হয়নি । ফলে প্রধানত: কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূলধন ও তার সুদ এবং সদস্যদের নিকট থেকে লগ্নীকৃত অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদ, এ দুটোই থানা পর্যায়ে মূলধনের প্রধান উৎস হিসেবে প্রচলিত রয়েছে । নমুনা থানাসমূহের মূলধন ও প্রাপ্ত সুদের অর্থের পরিমাণ সারণী ৩.২ এ বর্ণিত হলো :

সারণী-৩.২

নমুনা থানার মূলধন ও সুদের অর্থের পরিমাণ

নমুনা থানা	মূলধন (কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রাপ্ত) (টাকায়)	সুদ (মূলধন ও প্রদত্ত ঋণ থেকে প্রাপ্ত) (টাকায়)
ময়মনসিংহ সদর	৩২,৯৪,৫০০.০০	২,৯৮,১৯৮.০০
বোদা	২৭,৬৫,৫০০.০০	৬,২৫,৯১৮.০০
কলারোয়া	৫০,১০,২০০.০০	৭,২৪,২৫৫.০০
নলছিটি	২৮,২৫,০০০.০০	৩,০৯,৪০৪.০০
মোট	১৩৮,৯৫,২০০.০০	১৯,৫৭,৭৭৫.০০

(উৎস : নমুনা থানাসমূহের আরডি-১২ প্রকল্প দপ্তর থেকে গৃহীত)

৩.৩ এমবিএসএস ও বিএসএস গঠন ও পরিচালনা

নমুনা থানাসমূহে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প সর্বপ্রথম ১৯৮৪ সালে চালু করা হয় । তখন ফিল্ড অর্গানাইজার বা মাঠ সংগঠকবৃন্দ গ্রামে গ্রামে গিয়ে অনূর্ধ্ব ৫০ শতাংশ জমির মালিক এবং কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিত্তহীন সমবায় সমিতি বা বিএসএস গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন । একেকটি সমিতি ১০ থেকে ৩০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হতো । এসব সমিতিকে 'প্রাথমিক সমিতি' হিসেবে অভিহিত করা হতো । প্রতিটি সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে ৬ সদস্য বিশিষ্ট

একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হতো । সদস্যদের সর্ব সম্মতিক্রমে এরূপ কমিটি গঠিত হতো । কমিটিতে ১ জন সভাপতি, ১জন সহ-সভাপতি, ১জন ম্যানেজার এবং ৩ জন সদস্য থাকতো । এখন পর্যন্ত প্রাথমিক সমিতি এবং তাদের কার্যকরী কমিটির গঠন প্রক্রিয়া ও সদস্য সংখ্যা পূর্বের মতই চালু আছে ।

১৯৮৮ সাল থেকে নমুনা থানাসমূহে মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি বা এমবিএসএস গঠন শুরু করা হয় । প্রথম পর্যায়ে মহিলারা এরূপ সমিতি গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনায় তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি । ফলে ১০/১২ জনের বেশী সদস্য একটি প্রাথমিক এমবিএসএস-এ পাওয়া যেতোনা । ক্রমে ক্রমে দরিদ্র মহিলারা ঋণ প্রাপ্তি এবং আত্মোপার্জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে । পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এমবিএসএস পরিচালনা অধিকতর সহজ বিবেচনা করেন । যার ফলে বর্তমানে পুরুষ সমিতির তুলনায় মহিলা সমিতি গঠন ও পরিচালনা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

এমবিএসএস এর প্রাথমিক সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠনেও ৬ সদস্যের গঠন প্রক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে । সদস্যাদের সম্মতির ভিত্তিতে ১জন সভানেত্রী, ১জন সহ সভানেত্রী, ১জন ম্যানেজার এবং ৩ জন সদস্যা কার্যকরী কমিটির জন্য মনোনীত হন । ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিএসএস ও এমবিএসএস কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ২ বছর ছিল । ১৯৯৫ সাল থেকে এই মেয়াদ ৩ বছরে উত্তীর্ণ করা হয়েছে ।

এখন পর্যন্ত নমুনা এলাকার কোথাও সর্বসম্মতিক্রমে মনোনয়ন ব্যতীত নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি ।

বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলারা স্বউদ্যোগে বিএসএস বা এমবিএসএস গঠন করে । কর্তৃপক্ষ সামান্য কিছু শর্ত সমিতি গঠনে আরোপ করেছে । সেগুলো হলো :

ক. একটি সমিতিতে ৩০ জনের বেশী সদস্য থাকতে পারবেনা

খ. এক গ্রামের বাসিন্দা অন্য গ্রামের সমিতির সদস্য হতে পারবেনা

গ. সদস্য/সদস্যাদের বয়স ১৮ - ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে

ঘ. সদস্য/সদস্যাকে সমিতিভুক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে

ঙ. সমিতিতে নিয়মিত উপস্থিতি বজায় রাখতে হবে এবং নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে

চ. প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাকে প্রতি সপ্তাহে ৫ (পাঁচ) টাকা হারে সঞ্চয়ী জমা দিতে হবে । ১৯৯৫ সালের জুন পর্যন্ত এই হার ২ (দুই) টাকা ছিল । সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চয়ী জমা স্থানীয় ব্যাংকে জমা থাকবে এবং এর সুদ তারাই প্রাপ্ত হবেন ।

ছ. সমিতিভুক্ত সদস্য/সদস্যাদেরকে প্রতিবছর পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ১টি ১০ (দশ) টাকার শেয়ার ক্রয় করতে হবে। এই শেয়ার ফান্ড ব্যাংকে জমা থাকবে এবং লভ্যাংশ বা সুদ সদস্য/সদস্যারা প্রাপ্ত হবেন ।

জ. একটি প্রাথমিক সমিতি ন্যূনতম ৩ মাস কাল সার্থকভাবে পরিচালিত হলে তা পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের নিবন্ধনভুক্ত সমিতি হিসেবে বিবেচিত হবে ।

৩.৪ থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প এলাকায় থানা পর্যায়ে 'থানা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এ্যাসোশিয়েশন' বা 'টিবিসিসিএ' নামক ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি থানা কমিটি গঠন করা হয় । টিবিসিসিএ'র পদ ও গঠন নিম্নরূপ :

ক। চেয়ারম্যান = ১ জন (প্রাথমিক সমিতি সমূহের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত)

খ। ভাইস চেয়ারম্যান = ১ জন (ঐ)

গ। সেক্রেটারী = ১ জন (পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের থানা কর্মকর্তা, পদাধিকার বলে)

ঘ। সদস্য = ৬ জন (প্রাথমিক সমিতি সমূহের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত)

ঙ। সরকারী প্রতিনিধি সদস্য = ৩ জন
১। থানা কৃষি কর্মকর্তা }
২। থানা সমবায় কর্মকর্তা } পদাধিকার বলে
৩। থানা পশুপালন কর্মকর্তা }

এ ছাড়া থানা পর্যায়ে 'লোন সাব কমিটি' নামক আরেকটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে । কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

ক। সভাপতি = ১ জন (পদাধিকার বলে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের থানা কর্মকর্তা)

খ। সেক্রেটারী = ১ জন (পদাধিকার বলে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সহকারী থানা কর্মকর্তা)

গ। সদস্য = ৩ জন {১। পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাঠ সংগঠক
{২। টিবিসিসিএ'র মনোনীত ২জন সদস্য

৩.৫ ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া

নিবন্ধীকৃত এমবিএসএস বা বিএসএস সদস্য ঋণ গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট ছকে আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হন। এমবিএসএস বা বিএসএস এর প্রতি ৫ জনের ১টি করে গ্রুপ থাকে। প্রতিটি গ্রুপের সদস্যদের সঞ্চয়ে একটি করে গ্রুপ ফান্ড গঠিত হয়। প্রাথমিক সমিতির যে কোন সদস্য ঋণ গ্রহণের আবেদন করলে তার চাহিদাকৃত ঋণের পরিমাণের শতকরা ৫ ভাগ অর্থ এ গ্রুপ ফান্ডে জমা আছে কিনা তা মাঠসংগঠক পরীক্ষা করে দেখবেন। ৫ জনের গঠিত গ্রুপের মধ্যেকার কেও যদি ঋণ গ্রহণ করে ঋণের অর্থের অংশ বিশেষ বা পূর্ণাংগ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এ গ্রুপ ফান্ড থেকে প্রাপ্য অর্থ কেটে নিতে পারবে; এই মর্মে এ গ্রুপের ৫ জন সদস্যেরই সম্মতি থাকতে হবে। কেও ঋণ নিয়ে খেলাপী না হলে গ্রুপ ফান্ডের সমুদয় অর্থ এবং তার সুদ এ গ্রুপের ৫ জনই ভোগ করতে পারবেন। এভাবে ঋণ গ্রহীতাকে তার গ্রুপের অপর ৪ জনের সংগে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করে ফেলা হয়।

যে সদস্য ঋণ গ্রহণের আবেদন করবেন; তাকে ২ কপি ছবি, গ্রুপের সম্মতি পত্র ও গৃহীতব্য পেশা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উল্লেখসহ আবেদন পত্র তার প্রাথমিক সমিতিতে প্রথমে পেশ করতে হবে। প্রাথমিক সমিতি (এমবিএসএস বা বিএসএস) সেই আবেদন অগ্রায়ন করবে লোন সাব কমিটির নিকট। লোন সাব কমিটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে টিবিসিসিএ'র নিকট অগ্রায়ন করবে। টিবিসিসিএ'র কার্যকরী কমিটি আবেদনকারীর ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করলে জেলা প্রকল্প পরিচালক (পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প) ঋণ মন্জুরী দেবেন এবং আবেদনকারী একযোগে (এক কিস্তিতে) ঋণের অর্থ পাবেন।

প্রথমবার ঋণের আবেদন কারীকে সর্বোচ্চ ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ে বা তার পূর্বে সুদসহ গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে ঋণ গ্রহীতা পুনরায় ঋণের আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ঋণ মন্জুর করা হবে। তবে ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এভাবে ২য় বা ৩য় দফায় সর্বোচ্চ ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা একজন সদস্য ঋণ হিসেবে পেতে পারেন। প্রথমবার ঋণ গ্রহণে শতকরা ৫ ভাগ, দ্বিতীয়বার শতকরা ১০ ভাগ এবং তৃতীয়বার শতকরা ১৫ ভাগ অর্থ গ্রুপ ফান্ডে জমা থাকতে হবে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যে ২,৫০০/- টাকায় তেমন কোন ব্যবসা করা যায়না বলে ঋণ গ্রহীতাগণ অতি দ্রুত প্রথমবারে গৃহীত ঋণ সুদসহ শোধ করে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে বেশী অংকের ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে ফেলেন । প্রতিটি নমুনা থানাতেই এরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বেশী দেখা গেছে ।

৩.৬ ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া

ঋণ গ্রহীতাগণকে মোট ৫০ কিস্তিতে গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয় । যত টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, তাকে ৫০ দিয়ে ভাগ করে এককেটি কিস্তি নির্ধারণ করা হয় । যেমন, ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কেও ঋণ গ্রহণ করলে এককে কিস্তিতে ১০০ টাকা করে শোধ দিতে হবে । এর সংগে যুক্ত হবে শতকরা বার্ষিক ১৬ (ষোল) টাকা হারে সুদ । প্রত্যেক সপ্তাহে ঋণ গ্রহীতাকে কিস্তির টাকা সুদসহ শোধ করতে হয় । তার সংগে ৫ (পাঁচ) টাকা সঞ্চয়ী জমা হিসেবে তার নিজস্ব ফান্ডে জমা দিতে হয় ।

১৯৯৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫২ কিস্তিতে সুদসহ ঋণ ফেরতদানের ব্যবস্থা ছিল । ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী থেকে ৫০ কিস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে । কেও যদি কোন এক সপ্তাহে তার কিস্তি পরিশোধ করতে না পারে তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে দুই কিস্তির অর্থ একত্রে জমা দিতে হয় । পরপর দুই বা ততোধিক সপ্তাহের কিস্তি খেলাপ হলে মোট ৫০ সপ্তাহের মধ্যেই তাকে খেলাপী কিস্তি শোধ করতে হবে । তবে ৫০ কিস্তিতে গৃহীত সমগ্র ঋণের অর্থ শোধ করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু খেলাপী থেকে যায় । ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত বছরে সমগ্র ঋণ পরিশোধের নিয়ম চালু ছিল । তখন বহু সংখ্যক ঋণ খেলাপী থেকে যেতো । বর্তমানে সাপ্তাহিক কিস্তি চালুর ফলে খেলাপী ঋণের পরিমাণ কিছুটা কমেছে । তাছাড়া, এমবিএসএস এর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও খেলাপী ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে । জানা গেছে যে, মহিলা সদস্যরা কিস্তি প্রদানে পুরুষ সদস্যদের চেয়ে বেশী তৎপর ।

মাঠ সংগঠকবৃন্দ সপ্তাহান্তে ঋণ গ্রহীতাদের বাড়ীতে এসে কিস্তির টাকা নিয়ে যান এবং নির্ধারিত ফান্ডসমূহে জমা দিয়ে থাকেন ।

৩.৭ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র বা পেশাসমূহ

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে সাধারণত: নিম্নলিখিত ক্ষেত্র বা পেশার জন্য ঋণ প্রদান করা হয় :

ক. ক্ষুদ্র ব্যবসা (যে কোন প্রকার ব্যবসা, যা নির্দিষ্ট দোকানে, হাট/বাজারে বা ফেরী করে চালানো যায়)

খ. গাভী পালন (বাছুর ও দুগ্ধ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে)

গ. পশু মোটা তাজাকরণ (গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি মোটাতাজা করে বিক্রির উদ্দেশ্যে)

ঘ. হাঁস-মুরগী পালন

ঙ. নৌকা/রিকসা/ভ্যান/গরুর গাড়ী প্রভৃতি চালনা

চ. নার্সারী পরিচালনা

ছ. ধানভানা বা খাদ্যশস্য ক্রয় বিক্রয়

জ. শাক-সবজী চাষ

ঝ. মৎস্য চাষ

ঞ. চিঁড়া মুড়ি তৈরী ও বিক্রয়

ট. হস্তশিল্প তৈরী

৩.৮ নমুনা থানাসমূহে বিগত ৩ বছরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ

বিগত তিন বছরে (১৯৯২, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪) সালে চারটি নমুনা থানায় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ সারণী ৩.৩ এ দেখানো হলো :

সারণী-৩.৩

নমুনা থানাসমূহে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)

থানা	১৯৯২ সাল	১৯৯৩ সাল	১৯৯৪ সাল
ময়মনসিংহ সদর	১৪,৫৯,৩০০.০০	২৬,৫৪,৩০০.০০	৫১,২০,২০০.০০
বোদা	২৩,৩০,৫০০.০০	২৯,৬১,০০০.০০	৫১,০৪,০০০.০০
কলারোয়া	৫৬,১৫,৫০০.০০	১১২,২৫,৫০০.০০	১৮৯,২২,৫০০.০০
নলছিটি	২৫,৫৯,০০০.০০	৩১,৭২,৫০০.০০	৫০,৭৭,৫০০.০০
মোট	১১৯,৬৪,৩০০.০০	২০০,১৩,৩০০.০০	৩৪২,২৪,২০০.০০

(উৎস : নমুনা থানাসমূহের আরডি-১২ প্রকল্প দপ্তর থেকে গৃহীত)

৩.৯ নমুনা থানাসমূহে বিগত ৩ বছরে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ

নমুনা থানাসমূহে ১৯৯২, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ সারণী ৩.৪ এ বিবৃত হলো :

সারণী-৩.৪

নমুনা থানাসমূহে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)

থানা	১৯৯২ সাল	১৯৯৩ সাল	১৯৯৪ সাল
ময়মনসিংহ সদর	৬,৩৭,৫২৮.০০	১৯,১৪,৬০৭.০০	৩৯,২৮,৭৩৪.০০
বোদা	১৫,০২,২৩৭.০০	২২,৯০,৪৩৩.০০	২২,৮৩,৫৪০.০০
কলারোয়া	৩১,৯৭,১৪০.০০	৭১,১৯,৫৪৪.০০	১৩৩,৯৮,৮৬২.০০
নলছিটি	৯,৯৯,৪৫৮.০০	২৬,৩৫,৩৭৩.০০	৪৪,০০,০৪১.০০
মোট	৬৩,৩৬,৩৬৩.০০	১৩৯,৫৯,৯৫৭.০০	২৪০,১১,১৭৭.০০

পাদটিকা : আদায়কৃত অর্থের মধ্যে মূলধন ও সুদ সংযুক্ত রয়েছে ।

(উৎস : নমুনা থানাসমূহের আরডি-১২ প্রকল্প দপ্তর থেকে গৃহীত)

৩.১০ বিগত ৩ বছরের ঋণ বিতরণ ও আদায় পর্যালোচনা

বিগত ৩ বছরে নমুনা থানা সমূহের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও আদায় পর্যালোচনার সুবিধার্থে বছর-ওয়ারী বিতরণ ও আদায়ের মোট হিসাব একত্রে সারণী ৩.৫ এ দেখা যেতে পারে :

সারণী-৩.৫

৩ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের খতিয়ান

বছর	ঋণ বিতরণ (টাকায়)	আদায় (টাকায়)	শতকরা হার
১৯৯২	১১৯,৬৪,৩০০.০০	৬৩,৩৬,৩৬৩.০০	৫২.৯৬
১৯৯৩	২০০,১৩,৩০০.০০	১৩৯,৫৯,৯৫৭.০০	৬৯.৭৫
১৯৯৪	৩৪২,২৪,২০০.০০	২৪০,১১,১৭৭.০০	৭০.১৬

(উৎস : নমুনা থানাসমূহের প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে প্রণীত সারণী)

প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে মূলধন বা প্রদত্ত টাকার সংগে সুদের অর্থও সংযুক্ত রয়েছে । সেজন্য প্রাপ্ত শতকরা হারের মধ্যে বিতরিত ঋণ অর্থাৎ মূলধন আদায়ের হার কিছুটা কম হবে । থানা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন-১২ দপ্তরে রক্ষিত রেজিষ্টার থেকে আদায়কৃত মূলধন ও প্রাপ্ত সুদের অংক পৃথক করার ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা দেখা দেয়ায় একত্রে হিসাব করতে হয়েছে ।

১৯৯৪ সালে বিতরিত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে । তাই সারণী ৩.৫ দ্বারা প্রকৃত আদায় যথার্থভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় । এই সারণী বিগত ৩ বছরে আদায়ের একটি স্থূল চিত্র প্রদর্শন করছে । থানা প্রকল্প দপ্তর জানিয়েছে যে পুরুষ সদস্যদের নিকট থেকে আদায়ের হার ৭৫-৮০% আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮৫-৯০% ।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প দপ্তরে রক্ষিত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের রেজিষ্টারে ক্রমপুন্জিভূত ভাবে ঋণ প্রদান ও আদায়ের অংক যেভাবে লিপিবদ্ধ; তা সহজবোধ্য নয়। বছর-ওয়ারী হিসাব মেলানো বেশ কঠিন । এ বিষয়ে থানা দপ্তর সমূহকে আরও প্রশিক্ষণ দেয়ার অবকাশ রয়েছে ।

৩.১১ সুদের হার

বিতরিত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ১৯৯৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শতকরা বার্ষিক ৮ (আট) টাকা ছিল । ১৯৯৪ সাল থেকে এই হার শতকরা বার্ষিক ১৬ (ষোল) টাকায় উন্নীত হয়েছে । ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সুদের হার নির্ণয়ে 'প্রোডাক্ট বেসিস' হার বলবৎ ছিল । বর্তমানে তা 'ফেস ভ্যালু' হার হিসেবে ১৬% এ বৃদ্ধি পেয়েছে । সুদের হার বৃদ্ধিতে ঋণ গ্রহীতা ও সদস্যবৃন্দ ক্ষুব্ধ হয়েছেন ।

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যদি কোন ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট ৫০ কিস্তির পূর্বেই গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে চায়, তাহলে ক্ষেপণকৃত সময় অনুসারে সুদের হার নির্ধারিত হয় । যেমন, ১০০০ টাকা ঋণ নিলে বছরে ১৬০ টাকা সুদ দিতে হয়, কিন্তু ৬ মাস পরে শোধ করে দিলে ৮০ টাকা সুদ দিতে হবে ।

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সুদের হার যদিও ৮% বলা হয়, কিন্তু আসলে তা ১৬% ই ছিল । ৫০ কিস্তি শোধ করার পরে বাড়তি ২ কিস্তি কেবল সুদ পরিশোধ করতে হতো । তবে তা ঋণ গ্রহীতাবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করতে পারতেন না । এটা কতকটা অপ্রত্যক্ষ সুদের মত বিদ্যমান ছিল ।

সে সময়ে আরেকটি নিয়ম বলবৎ ছিল । প্রতিটি প্রাথমিক সমিতির ম্যানেজার শতকরা ২ টাকা সুদ (বার্ষিক) কমিশন হিসেবে পেতেন । প্রাথমিক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতির ফান্ডেও শতকরা ২ টাকা (বার্ষিক) সুদ কমিশন হিসেবে প্রদান করা হতো । এতে সমিতিগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা বেশ সহজতর হতো । ১৯৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এই হার কমিয়ে উভয় ক্ষেত্রে ১ টাকা করে নির্ধারণ করা হয়েছে ।

৩.১২ মাঠ সংগঠক (Field Organizer) দের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব মাঠ সংগঠকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে । প্রত্যেক মাঠ সংগঠকের অধীনে ১০টি প্রাথমিক সমিতি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে । তাঁরা প্রতিদিন ২টি সমিতির সংগে সাক্ষাৎ করবেন । এভাবে সপ্তাহের ৫ দিনে ১০টি সমিতি পর্যবেক্ষণ করে ১ দিন প্রকল্প দপ্তরে রিপোর্ট করাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন ।

মাঠ সংগঠকদের উপর অর্পিত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

ক. প্রাথমিক সমিতি গঠনে দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ

খ. সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় পরামর্শদান ও নিবন্ধীকরণে সহায়তা প্রদান

গ. প্রাথমিক সদস্যদের পেশা নির্বাচনে পরামর্শ প্রদান এবং পেশা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান

ঘ. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ছক পূরণে সহায়তা প্রদান এবং লোন সাব কমিটিতে ঋণ প্রদানের জন্য অনুরোধ উপস্থাপন

ঙ. সাপ্তাহিক কিস্তি ঋণ গ্রহীতার বাড়ী থেকে গ্রহণ এবং পেশা পরিচালনার সুবিধা/অসুবিধা অবগত হয়ে পরামর্শ প্রদান

চ. প্রয়োজনে পেশা পরিবর্তনের পরামর্শদান এবং পেশা পরিবর্তন অনুমোদনে প্রকল্প দপ্তরকে অনুরোধ জ্ঞাপন

ছ.	খেলাপী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

জ.	সাপ্তাহিক সঞ্চয়ী জমার টাকা সদস্যদের নিকট থেকে গ্রহণ এবং ব্যাংকে জমাদানের ব্যবস্থাকরণ

ঝ.	প্রাথমিক সমিতির কার্যকরী কমিটিকে সচল রাখাসহ খুটিনাটি বিবাদ বিসংবাদ প্রশমন

ঞ.	প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীতকরণ ও থানা দপ্তরকে অবহিতকরণ

ট.	প্রাথমিক সমিতির খাতাপত্র পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনে হালনাগাদকরণ

ঠ.	প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের কল্যাণার্থে অন্যান্য সরকারী দপ্তর থেকে সেবা প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করণ। (যেমন, টিউবওয়েল, স্যানিটারী, ল্যাট্রিন স্ল্যাব প্রাপ্তি, প্রভৃতি)

ড.	প্রাথমিক সমিতির সভায় মাঝে মাঝে যোগদান।

৩.১৩ <u>প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি</u>

ক) পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি বিশেষ উপাদান। প্রকল্পের প্রারম্ভকালে কেবল প্রাথমিক সমিতিসমূহের সভাপতি/সভানেত্রী ও ম্যানেজারদেরকে সংগঠন পরিচালনার বিষয়ে থানা দপ্তরে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। পরে সমিতির অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের জন্যও পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে থানা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষক হিসেবে গণ্য করে সে সব দপ্তরে অথবা পল্লী উন্নয়ন দপ্তরে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

খ) <u>প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া</u>

কিছুকাল আগে প্রাথমিক সমিতিসমূহের ম্যানেজারবৃন্দকে প্রতিমাসে ১ দিনের এবং সভাপতি/সভানেত্রীবৃন্দকে প্রতি ২ মাসে ১ দিনের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এখন আর এরূপ প্রশিক্ষণ তেমন চালু নেই। বর্তমানে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণে তুলনামূলকভাবে পুরাতন সমিতির সদস্য/সদস্যাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে যে-সব সদস্য/সদস্যা ঋণ পরিশোধে নিয়মিত এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তবে সমিতির যে কোন সদস্যকে বছরে ৩ দিন উন্নত জীবন যাপন, আত্মকর্ম সংস্থান, পেশা পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি প্রকল্পে বর্ণিত রয়েছে।

গ) সদস্যদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

যেহেতু প্রকল্পের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আবাসনের কোন ব্যবস্থা নেই, তাই থানা সদর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক সমিতিগুলোর সদস্যবৃন্দ সাধারণত: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে তেমন একটা সক্ষম হন না ।

জেলা সদরে বা পার্শ্ববর্তী জেলা সদরে কোন কোন ট্রেড এর জন্য ২/৩ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্যও কিছু কিছু সদস্যকে মনোনয়ন দেয়া হয় । সেক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র ।

সার্বিকভাবে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আশানুরূপ কার্যকর নয় ।

৩.১৪ ঋণ প্রদান ও আদায়ে অনুভূত দাপ্তরিক সমস্যা

ক) ঋণ প্রদান

থানা পল্লী উন্নয়ন-১২ দপ্তর সমূহ বর্তমানে যে পরিমাণ ঋণের আবেদন পায়, সে পরিমাণ ফান্ড তাদের হাতে থাকেনা । ফলে অনেক আবেদনকারীকে ফিরিয়ে দিতে হয় । অনেককে চাহিদার তুলনায় কম ঋণ দিতে হয় । অনেক ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত ঋণ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয় ।

লোন সাব কমিটি কর্তৃক আবেদন বাছাইয়ের সময় টিবিসিসিএ'র ২জন সদস্য প্রভাব সৃষ্টি করেন । ফলে অধিকতর নি:স্ব আবেদনকারীর তুলনায় যাদের অবস্থা একটু ভাল ; তারাই ঋণ পেয়ে যায় ।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতি অনুসারে ৩/৪ টি স্তর বা পর্যায় পার হতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যায় । ঋণ প্রদানে শ্লথগতি দূরীকরণে আনুষ্ঠানিকতা কিছুটা কমানো গেলে ফান্ড থাকা অবস্থায় ঋণ প্রদান ত্বরান্বিত করা যায় ।

খ) ঋণ আদায়

বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে । প্রথমত: প্রাকৃতিক বা দৈব দুর্যোগে যদি ঋণ গ্রহীতার সমুদয় পুঁজি বিনষ্ট হয়ে যায়,

তখন তার নিকট থেকে গৃহীত অর্থ আদায় অত্যন্ত দূরূহ হয়ে পড়ে। মালামাল চুরি বা ছিনতাই হয়ে যাওয়া, আগুন লেগে দোকান পুড়ে যাওয়া, বন্যায় মৎস্য ক্ষেত্র ভেসে যাওয়া, খরায় নার্সারী বা শাক সবজী চাষ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, ছাগল/গরু/হাঁস-মুরগী মরে যাওয়া, এগুলো দৈব দুর্যোগের উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা দেখা দেয় ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে কিংবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে। অসুস্থতার ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণ তার চিকিৎসায় ব্যয়িত হয়ে যায়। শোধ দেবার মত সামর্থ থাকেনা। মৃত্যু ঘটলেও এ পরিবারের সদস্যদের পক্ষে শোধ দেয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় প্রধান সমস্যা হলো গাভী পালন ও গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্প থেকে আদায়। ঋণ গ্রহীতা প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ দ্বারা গাভী বা বলদ ক্রয় করে ফেলে। এরপর গাভী বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত এবং বলদ বিক্রি না করা পর্যন্ত তার ঋণ পরিশোধের জন্য হাতে কোন অর্থ থাকেনা। ১ বা ২ বছরকাল পর্যন্ত গ্রহীতাকে অন্যের নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে প্রকল্পের কিস্তি চালাতে হয়। ফলে এদের শেষ পর্যন্ত লাভের পরিমাণ খুবই কম হয়। তাছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে ধার না পেলে কিস্তি খেলাপ হতে থাকে।

৩.১৫ <u>প্রকল্প কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অন্যান্য এনজিও'র ঋণ প্রদান ও পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণ প্রদানে বিদ্যমান পার্থক্য :</u>

সরকারী প্রচারনায় এবং বিআরডিবি'র প্রকাশিত বক্তব্যে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের কার্যক্রম ; বিশেষত: ঋণ প্রদান কর্মসূচী অন্যান্য এনজিও'র তুলনায় উত্তম। বিষয়টি যথেষ্ট পর্যালোচনা সাপেক্ষ। অন্যান্য এনজিও'র কার্যক্রম এবং মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয়। তবে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ যে সব পার্থক্য তুলে ধরেন, সেগুলো নিম্নরূপ :

ক) পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে প্রদত্ত ঋণে সুদের হার কম এবং সরল সুদে পরিশোধ করা যায়

খ) ঋণ গ্রহীতাকে সপ্তাহান্তে কিস্তি জমা দিতে যেতে হয় না, মাঠ সংগঠকবৃন্দ তাদের বাড়ী থেকে কিস্তির টাকা নিয়ে যায়

গ) সপ্তাহ ভিত্তিতে কিস্তি প্রদানের সুযোগ আছে । এতে একত্রে বেশী টাকার কিস্তি দিতে হয় না । বেশীর ভাগ এনজিও পাক্ষিক ভিত্তিতে কিস্তি গ্রহণ করে ফলে কিস্তিতে টাকার পরিমাণ বেশী হয়ে যায় এবং শোধ দিতে গ্রহীতার কষ্ট হয়

ঘ) এনজিও গুলোতে কোন কিস্তি খেলাপ করা চলেনা । যেভাবেই হোক শোধ দিতে হয় । কিন্তু পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে কিস্তি খেলাপ হলে পরের কিস্তির সংগে, অথবা এক বছরের মধ্যে, এমনকি বছর শেষেও খেলাপী কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব হয়

ঙ) পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের এবং ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত রয়েছে, যা অন্যান্য এনজিও'তে নেই বললেই চলে

চ) প্রাথমিক সমিতিসমূহের সদস্যদের কল্যাণে অন্যান্য সরকারী সংস্থার সাহায্য ও সেবা প্রদানের উদ্যোগে এই প্রকল্পে নেয়া হয় । এনজিও কার্যক্রমে এরূপ কোন সুযোগ থাকেনা

ছ) কতিপয় এনজিও একই গ্রহীতাকে বিভিন্ন কাজে একাধিক অংকের ঋণ প্রদান করে । ফলে পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রহীতারা অসুবিধায় পড়ে যায় । পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে কেবল একটিমাত্র পেশার জন্য একত্রে একটি ঋণ মন্জুরী দেয় । আর তা শোধ না হলে দ্বিতীয় ঋণ দেয়া হয়না । তাই পরিশোধ সহজ হয় ।

উল্লেখ্য, পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ এই প্রকল্পের কয়েকটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন, যা এনজিও কার্যক্রমে নেই । সেগুলো হলো :

ক) এনজিওদের ঋণ মন্জুরীতে মাত্র ৭ দিন সময় লাগে এবং আনুষ্ঠানিকতা কম । কিন্তু এই প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকতা অনেক বেশী এবং খুব দ্রুত মন্জুরী দিতে চাইলেও অন্ততঃ পক্ষে ৩৬ দিন সময় লেগে যায় ।

খ) এই প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতার পেশা পরিবর্তনের সুযোগ নেই । কিন্তু এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণে গ্রহীতা পেশা পরিবর্তনের সুযোগ পায় । ফলে তারা যে কোন লাভজনক পেশায় নিযুক্ত হয়ে যায় ।

গ) এনজিও থেকে ঋণ নিতে গ্রহীতাকে স্বাক্ষর করতে হয়না । টিপসই দিয়েও ঋণ নিতে পারে । এই প্রকল্পে ঋণ নিতে হলে আগে স্বাক্ষর দিয়ে ঋণ নিতে হয় । তাই স্বাক্ষর-জ্ঞান অর্জনে গ্রহীতার বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হয়ে যায় ।

ঘ) এই প্রকল্পে ১ জন ঋণ খেলাপী হলে তার গ্রুপের অন্য ৪ জন আর ঋণ পায়না । অন্যদের গ্রুপ ফান্ডের টাকাও কাটা যায় । এতে অর্থ আদায়ের বন্ধন শক্তিশালী হয় বটে, কিন্তু গ্রুপের অন্যদের ভোগান্তি হয় । এনজিও কার্যক্রমে এরূপ বন্ধন তেমন একটা দেখা যায়না ।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ প্রাপ্ত ফলাফল

গবেষণা পদ্ধতি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান সমীক্ষায় মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এমবিএসএস) এবং বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বিএসএস), এই উভয় প্রকার সমিতির ৮০ জন করে মোট ১৬০ জন সদস্য/সদস্যাকে বাংলাদেশের ৪টি জেলার ৪টি থানা থেকে উত্তরদাতা/দাত্রী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । এরা সবাই পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের উপকারভোগী শ্রেণী । এর বাইরে নমুনা থানাসমূহ থেকে উপকার ভোগী নয়; অথচ কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহকারী দরিদ্র কিংবা দরিদ্রতার দিকে অগ্রসরমান নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ৪০ জন নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে । এদেরকে 'ঋণ অগ্রহীতা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে । উপকারভোগীদের সম্পর্কে এদের মতামত পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সাফল্য, ব্যর্থতা ও সমস্যা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে বলে ধারণা করা হয়েছে ।

ব্যবহৃত দুটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন সারণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে । সারণী সমূহে এমবিএসএস, বিএসএস এবং ঋণ অগ্রহীতা এই তিন শ্রেণীকে একত্রে অথবা ঋণ অগ্রহীতাকে পৃথক সারণীতে দেখানো হয়েছে ।

৪.১ উত্তরদাতা/দাত্রীদের জন-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৪.১ (ক) উত্তরদাতা/দাত্রীদের বয়স

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে ১৮ - ৫০ বছর বয়সী নারী পুরুষকে সদস্যভুক্ত করা হয় । তবে যারা পূর্বে ঋণ পেয়েছে এরূপ ৫ জনের বর্তমান বয়স ৫০ এর উর্ধ্বে । বাকী সবাই ২০ - ৪৯ বছর বয়সের অধিকারী । মহিলাদের মধ্যে ২৫ - ২৯ বছর বয়স শ্রেণীতে এবং পুরুষদের মধ্যে ৩৫ -৩৯ বছর বয়স শ্রেণীতে সদস্যদের অবস্থান সংখ্যা কিছুটা বেশী । সারণী ৪.১ এ পূর্ণাংগ চিত্র উপস্থাপিত হলো :

সারণী-৪.১

উত্তরদাতা/দাএীদের বয়স

(N - 200)

বয়স (বছরে)	উত্তরদাতা শ্রেণী			মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস	ঋণ গ্রহীতা		
২০ - ২৪	১৪	৬	৭	২৭	১৩.৫০
২৫ - ২৯	২৭	১৩	৭	৪৭	২৩.৫০
৩০ - ৩৪	১৩	১৯	৭	৩৯	১৯.৫০
৩৫ - ৩৯	১৫	২০	১১	৪৬	২৩.০০
৪০ - ৪৪	৫	১২	৫	২২	১১.০০
৪৫ - ৪৯	৪	৭	২	১৩	৬.৫০
৫০ - ৫৪	১	১	-	২	১.৫০
৫৫ - ৫৯	১	২	-	৩	১.৫০
৬০ - ৬৪	-	-	-	-	-
৬৫ ও উর্ধ্বে	-	-	১	১	০.৫০
মোট	৮০	৮০	৪০	২০০	১০০.০০
শতকরা	৪০.০০	৪০.০০	২০.০০	১০০.০০	

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

৪.১ (খ) উত্তরদাতা/দাএীদের পেশা

উত্তরদাতা/দাএীদের বর্তমান পেশাকে এই সমীক্ষায় এরূপভাবে গ্রহণ করা হয়েছে; যা তারা ঋণ নেয়ার পরে পরিচালনা করছেন। সেহেতু ঋণ গ্রহীতা মহিলা সদস্যদের ঋণের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত পেশাকে গণ্য করা হয়েছে, যদিও তারা গৃহস্থালীর প্রায় সকল দায়িত্ব এখনও পালন করে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে তারা মূলত: গৃহকর্ম এবং ঋণের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত কর্ম; এরূপ দুটো পেশা পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যা হোক, পুঁজি বিনিয়োগকৃত পেশা হিসেবে গাভী ও গবাদি পশু পালন মহিলাদের প্রধান পেশা হিসেবে দৃষ্টি গোচর হয়েছে। পুরুষ সদস্যদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ব্যবসা পেশায় নিয়োজিত। বিস্তারিত সারণী ৪.২ এ বর্ণিত।

সারণী-৪.২

উওরদাতা/দাএীদের বর্তমান পেশা

(N - 200)

পেশা	উওরদাতা/দাএীর শ্রেণী			মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস	ঋণ অগ্রহীতা		
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৬	২৫	৬	৪৭	২৩.৫০
গবাদি পশু পালন	৬১	১৪	-	৭৫	৩৭.৫০
ধান ভানা	২	-	-	২	১.০০
রিকসা/ভ্যান/ গরুগাড়ী চালানো	-	১৫	৩	১৮	৯.০০
সেলাই করা	১	-	-	১	০.৫০
কৃষিকাজ/পানচাষ	-	২০	১	২১	১০.৫০
মৎস্য চাষ	-	৫	-	৫	২.৫০
দিন মজুরী	-	-	১৩	১৩	৬.৫০
চাকরি	-	-	২	২	১.০০
নার্সারী	-	১	-	১	০.৫০
টিউশনি	-	-	১	১	০.৫০
গৃহকর্ম	-	-	১৪	১৪	৭.০০
মোট	৮০	৮০	৪০	২০০	১০০.০০
শতকরা	৪০.০০	৪০.০০	২০.০০	১০০.০০	

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাও)

৪.১ (গ) উওরদাতা/দাএীদের নিজস্ব পারিবারিক জমির পরিমাণ

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের নিয়মানুসারে বসতবাটীসহ সর্বোচ্চ ০.৫০ একর জমির মালিকদেরকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্হা রয়েছে । তবে কার্যক্ষেএে ০.৫০ একরের চেয়ে কিছুটা বেশী জমির মালিকও ঋণ পেয়েছে বলে জানা গেছে । এর ৩টি কারণ থাকতে পারে । যেমন, (ক) ঋণ পাবার পরে পৈএিক বা শবশুরের জমির অংশ প্রাপ্তি,(খ) ঋণের

পুঁজি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করে লাভের টাকা থেকে জমি ক্রয় (গ) ঋণ গ্রহণের সময় জমির হিসাব কম করে দেখানো । তবে ঋণ গ্রহীতাদের দুই-তৃতীয়াংশের জমির পরিমাণ ০.৫০ একরের নিম্নে অবস্থিত । সারণী-৪.৩ এ জমির পরিমাণ প্রদর্শিত হলো :

সারণী-৪.৩

উত্তরদাতা/দাএীদের নিজস্ব জমির পরিমাণ

(N - 200)

নিজস্ব জমির পরিমাণ (একরে)		উত্তরদাতা/দাএীর শ্রেণী			মোট	শতকরা
		এমবিএসএস	বিএসএস	ঋণ অগ্রহীতা		
ভূমিহীন ও কার্যত: ভূমিহীন	অনূর্ধ্ব ০.৪৯	৭২	৭৩	৩৮	১৮৩	৯১.৫০
প্রান্তিক কৃষক	০.৫০-১.৪৯	৬	৭	-	১৩	৬.৫০
ক্ষুদ্র কৃষক	১.৫০-২.৪৯	২	-	-	২	১.০০
মধ্যম কৃষক	২.৫০-৭.৪৯	-	-	২	২	১.০০
	মোট	৮০	৮০	৪০	২০০	১০০.০০
	শতকরা	৪০.০০	৪০.০০	২০.০০	১০০.০০	

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

৪.১ (ঘ) উত্তরদাতা/দাএীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা

উত্তরদাতা/দাএীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ - ৬ জনের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমিত । অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীসহ ২ থেকে ৪ জন সন্তান সংখ্যাই বেশীর ভাগ পরিবারে দেখা গেছে (৬৫.৫০%) । প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারে সীমিত সদস্য সংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের ইংগিত বহন করে । সারণী ৪.৪ এ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিবৃত করা হলো :-

সারণী-৪.৪

উত্তরদাতা/দাএীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা

(N - 200)

সদস্য সংখ্যা	উত্তরদাতা/দাএীর শ্রেণী			মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস	ঋণ অগ্রহীতা		
২ জন	৪	৬	৩	১৩	৬.৫০
৩ "	৭	১০	৭	২৪	১২.০০
৪ "	১৪	২৩	১৩	৫০	২৫.০০
৫ "	২৬	১৪	৮	৪৮	২৪.০০
৬ "	১৬	১২	৫	৩৩	১৬.৫০
৭ "	৯	৯	২	২০	১০.০০
৮ "	২	৫	২	৯	৪.৫০
৯ "	২	১	-	৩	১.৫০
মোট	৮০	৮০	৪০	২০০	১০০.০০
শতকরা	৪০.০০	৪০.০০	২০.০০	১০০.০০	

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

৪.২ সমিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি

৪.২ (ক) প্রাথমিক সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার সন

ঋণ প্রাপ্তির সময়কাল কিছুটা পরে হলেও প্রাথমিক সমিতির সদস্যভুক্তি পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সালে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৯৮৭ সালে আরম্ভ হয়েছে বলে মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে । তবে ১৯৯২ সালে নমুনা এলাকার এক তৃতীয়াংশ সদস্যভুক্ত হয়েছেন (সারণী ৪.৫ দ্রষ্টব্য) ।

সারণী-৪.৫

প্রাথমিক সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার সন

(N - 160)

সদস্য ভুক্তির সন	উত্তরদাতা/দাএীর শ্রেণী		মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস		
১৯৮৪	-	৪	৪	২.৫০
১৯৮৫	-	৭	৭	৪.৩৮
১৯৮৬	-	২	২	১.২৫
১৯৮৭	৭	৫	১২	৭.৫০
১৯৮৮	১১	২	১৩	৮.১২
১৯৮৯	-	৯	৯	৫.৬৩
১৯৯০	-	৩	৩	১.৮৭
১৯৯১	১২	১২	২৪	১৫.০০
১৯৯২	৩০	২৫	৫৫	৩৪.৩৮
১৯৯৩	৮	৯	১৭	১০.৬২
১৯৯৪	১২	২	১৪	৮.৭৫
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০
শতকরা	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০	

(উৎস : মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত)

৪.২ (খ) প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা

প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩০ জন রাখার বিধান রয়েছে । মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে যে, বিএসএস গুলোর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ৩০জন সদস্য সমনবয়ে গঠিত । তবে এমবিএসএস-এর ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ ১০ - ১৪ জন সমনবয়ে, এক-চতুর্থাংশ ২০ - ২৪ জন সমনবয়ে, এক-চতুর্থাংশ ৩০ জন সদস্য সমনবয়ে এবং বাকী এক-চতুর্থাংশ ১৫ - ২৯ জনের সমনবয়ে গঠিত হয়েছে । পুরুষ সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে ২/৩ পাড়ার দরিদ্র জন গণ একত্রিত হয়ে ৩০ জন সদস্য সংগ্রহ করতে পারে । কিন্তু মহিলাদের

পক্ষে নিজস্ব পাড়ার এলাকার বাইরে সমিতির কার্যক্রম প্রসারিত করা সম্ভবপর হয়নি । তাই তাদের ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা কম-বেশী হওয়ার প্রবণতা বেশী দেখা দিয়েছে ।

৪.২ (গ) প্রাথমিক সমিতি থেকে সদস্য বহিস্কার

প্রাথমিক সমিতি থেকে সদস্য বহিস্কার বা প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিল করা পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বিধানে খুব সহজসাধ্য নয় । এরজন্য প্রাথমিক সমিতি কতৃর্ক গৃহীত সিদ্ধান্ত, মাঠ সংগঠকের প্রত্যায়ন এবং থানা দপ্তরের তদন্ত ও সন্তোষজনক কারণ বিবেচনার পরেই ঘটে থাকে । তবে সদস্য সংখ্যা ৩০ এর বেশী হলে নিবন্ধনের পূর্বেই সদস্য সংখ্যা ৩০ এ আনার জন্য অতিরিক্ত সদস্যদেরকে বহিস্কার করতে হয় । এরূপ ঘটনা ৩টি প্রাথমিক সমিতিতে ঘটেছে এবং তাদেরকে অন্য পাড়ায় প্রাথমিক সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে বলা হয়েছে । এছাড়া নিবন্ধনের পূর্বেই সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা ঠিকমত জমা না দেয়ায় ৫ জন সদস্যকে (২টি সমিতির) এবং ঋণ পেতে দেরী হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ করায় ১ জন সদস্যকে (১টি সমিতির) বহিস্কার করা হয়েছে ।

৫টি নিবন্ধীকৃত প্রাথমিক সমিতির ২৫ জন পুরুষ সদস্যকে সমিতির নিয়ম শৃংখলা ভংগ, সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত না হওয়া এবং ক্রমাগত ঋণের কিস্তি জমা না দেয়ার জন্য বহিস্কার করা হয়েছে । সম্ভবত: এসব কারণেই বিএসএস গঠনে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প এখন অনীহা প্রদর্শন করছে ।

২টি এমবিএসএস এর ৫ জন সদস্যাকে (যারা ম্যানেজার, সভানেত্রী ও সহ-সভানেত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল) সমিতির টাকা আত্মসাতের অপরাধে বহিস্কার করা হয়েছে । ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সমিতির ফান্ডে শতকরা ২ টাকা সুদ জমা হতো । সে টাকার কোন হিসাব বা ব্যয়ের বিবরণ এদের নিকট থেকে না পাওয়ায় ঐ ৫ জনকে বহিস্কার করতে হয়েছে ।

৪.২ (ঘ) প্রাথমিক সমিতির কার্যকরী কমিটির গঠন ও দায়িত্ব পালন

১। কমিটি গঠন

প্রাথমিক সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে এবং ২ বছর পর পর (বর্তমানে ৩ বছর পর পর) কার্যকরী কমিটি গঠনের নিয়ম রয়েছে এবং তা গঠনও করা হচ্ছে । তবে কার্যকরী কমিটি গঠনে মাঠ সংগঠকের ভূমিকাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় । যদিও বিধান রয়েছে যে প্রয়োজনে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাথমিক সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে, কিন্তু কোথাও নির্বাচনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়নি । কমিটি গঠনের সময়ে সংশ্লিষ্ট মাঠ সংগঠক উপস্থিত থাকেন এবং অনেকটা মনোনয়নের মাধ্যমেই কমিটি গঠিত হয় । একজন সদস্য/সদস্যা কারও নাম কোন পদে প্রস্তাব করলে অন্যরা সমর্থন করেন এবং অনিচ্ছুক কেও থাকলেও তিনি কিছুটা লাজুকতা দেখিয়ে বিপক্ষ মত প্রকাশ করেন না । কারও কারও আবার নিজেরই পদে যাবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তা প্রকাশ করতে (যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে মনোনয়ন হয়) পারেন না । বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যারা একটু চটপটে স্বভাবের বা কথাবার্তা বেশী বলেন, তারাই মনোনীত হয়ে থাকেন । ময়মনসিংহ সদর থানায় এবং বোদা থানায় সভানেত্রী ও ম্যানেজারের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশকারী কিছু মহিলা সদস্য পাওয়া গেছে ।

২) কমিটি সমূহের কার্যক্রম পরিচালনা

কোন প্রাথমিক সমিতিতেই তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়নি । তবে সভাপতি/সভানেত্রী ও ম্যানেজারদেরকে খুব বেশী সক্রিয়ও দেখা যায়নি । যদিও ঋণ পাবার জন্য সদস্যবৃন্দ সম্মিলিতভাবে একটি সমিতিতে অবস্থান করছেন এবং ৫ জনের গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গ্রুপ ফান্ডও চালাচ্ছেন, কিন্তু সমন্বিত প্রচেষ্টায় ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাত করণ, সামাজিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একতাবদ্ধতার প্রমাণ খুব একটা নেই । সমিতি পরিচালনায় প্রয়োজন বলেই কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে । কিন্তু নেতৃত্ব প্রদান, সমন্বয় সাধন, সমবায়ী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ, কোন সদস্যের আপদে বিপদে দ্রুত সহায়তায় এগিয়ে আসার মানসিকতা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি । তবে যখন টিউবওয়েল বা ল্যাট্রিন স্ল্যাব প্রাপ্তির জন্য কমিটিকে সম্মিলিতভাবে আবেদন করতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যেতে হয়, তখন সে দায়িত্বটি তারা পালন করেন । সাপ্তাহিক সভা পরিচালনা করার দায়িত্বটি কমিটি

দায়সারা ভাবে পালন করে থাকে । মোট কথা, সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে কমিটির কার্যক্রম তেমন একটা সন্তোষজনক নয় । সভাপতি ও ম্যানেজারবৃন্দ ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কিনা সে বিষয়ে সদস্যদের মতামতে শতকরা ৭৯ ভাগ হ্যাঁ বাচক উত্তর প্রদান করেছেন । শতকরা ২০ ভাগ উত্তরদাতা 'মোটামুটিভাবে' পালন করছেন বলেছেন এবং ১ ভাগ 'না' বলে মতামত জানিয়েছেন । এই মতামতের ক্ষেত্রে সামাজিক ও গোষ্ঠীগত কল্যাণের বিষয়টিকে সদস্যবৃন্দ ধর্তব্যে আনেননি এবং সমিতির নেতৃবৃন্দের বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করার সৎ সাহস দেখাননি ।

৪.৩. পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত

৪.৩ (ক) ঋণ গ্রহণের পরিমাণ

ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে টাকার অংকে বেশী পরিমাণে ঋণ পেতে সকল সদস্যই অত্যন্ত ব্যগ্র । এর দুটো কারণ জানা গেছে । প্রথমত: বর্তমান দ্রব্যমূল্যে ৫,০০০/- টাকার কমে কোন ক্ষুদ্র ব্যবসাও পরিচালনা করা সম্ভবপর নয় । দ্বিতীয়ত: পুঁজি বেশী হলে লাভ বেশী হবে ; এই তত্ত্বটি তাদের নিকট খুব বেশী আকর্ষণীয় ।

যেহেতু পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে প্রথম দফায় ২,৫০০/- টাকার বেশী ঋণ দেয়া হয়না ; তাই গ্রহীতাবৃন্দ ৬ মাসের মধ্যেই গৃহীত প্রথম ঋণ শোধ করে দিতে সচেষ্ট হন । প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গ্রহীতা প্রথম ঋণ শোধ করে দিয়ে ২য় দফায় ৫,০০০/- টাকা ঋণের আবেদন করেন এবং বেশীর ভাগ সদস্য তা পেয়েও যান । কেও তার কম পেলে অর্থাৎ তিন বা চার হাজার টাকা পেলে আবারও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সমুদয় অর্থ শোধ দিয়ে ৫ হাজার টাকা গ্রহণের জন্য তৃতীয় দফায় আবেদন পেশ করেন ।

বর্তমান সমীক্ষায় অর্ধেকেরও বেশী ঋণ গ্রহীতার ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার টাকা দেখা গেছে ।

৪.৩ (খ) পূর্বে অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে নমুনা সদস্যদের মধ্যে ১ জন মহিলা গ্রামীণ মহাজনের নিকট থেকে এবং ১১ জন পুরুষ সদস্য অন্য এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন । মহিলাকে শতকরা ১০ টাকা হারে মাসিক সুদ মহাজনকে দিতে

হতো । ফলে তার তেমন কোন লাভ অবশিষ্ট থাকতোনা । কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ চলতো । তাছাড়া, যে কোন সময়ে গৃহীত টাকা ফেরত নেয়ার ভয় ছিল ।

যে ১১ জন পুরুষ সদস্য অন্যান্য এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, তারা দু'প্রকার অসুবিধার কথা জানিয়েছেন । প্রথমত: ১৫ দিন পর পর প্রদত্ত কিস্তি খেলাপের কোন উপায় ছিলনা । যখন ব্যবসায় মন্দা যেতো তখন কিস্তি প্রদানে মূলধন কমে যেতো । দ্বিতীয়ত: সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা ছিল, যা পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে বেশী ।

নমুনা উত্তরদাতাদের বাকী ১৪৯ জন পূর্বে কোন ব্যক্তি বা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেননি ।

৪.৩ (গ) <u>পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ নেয়া পছন্দ করার কারণ</u>

উত্তরদাতা/দাত্রীদের নিকট পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ নেয়া পছন্দ করার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল । বেশীর ভাগ সদস্য ৪টি কারণকে উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন । প্রথমত: এই প্রকল্প থেকে ঋণ সহজে পাওয়া যায় বা ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজ । দ্বিতীয়ত: এই প্রকল্পে সুদের হার কম । তৃতীয়ত: প্রতিবেশী সদস্যদের লাভের অংক দেখে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং চতুর্থত: পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প দপ্তরটি বাড়ীর কাছে এবং যোগাযোগ সহজ । অন্যান্য কিছু মতামতও পাওয়া গেছে, যা সারণী ৪.৬ এ দেখানো হলো :

সারণী-৪.৬

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ পছন্দ করার কারণ

(N=160)

কারণসমূহ	এমবিএসএস	বিএসএস	মোট	শতকরা
ঋণ পাবার পদ্ধতি সহজ	১৭	১৫	৩২	২০.০০
সুদের হার কম	১৮	৮	২৬	১৬.২৫
প্রতিবেশী সদস্যদের লাভ দেখে/ পরামর্শে	১৯	১৩	৩২	২০.০০
সংস্থার দপ্তর বাড়ীর কাছে তাই যোগাযোগ সহজ	১০	১২	২২	১৩.৭৫
কিস্তি জমা দেয়া সহজ	৮	৮	১৬	১০.০০
এক কিস্তি খেলাপ হলে পরে দেয়া যায়	৭	৫	১২	৭.৫০
সরকারী সংস্থা, টাকা মার যাবার ভয় নেই	৮	৭	১৫	৯.৩৮
এক দফায় ঋণের সব টাকা পাওয়া যায়	৫	৯	১৪	৮.৭৫
সুদসহ শেয়ার ও সঞ্চয়ী জমা ফেরত পাওয়া যায়	৪	৭	১১	৬.৮৮
কোন বন্ধকী দেয়ার প্রয়োজন হয় না	-	৫	৫	৩.১৩
দালালের উৎপাত নেই	২	৪	৬	৩.৭৫

(একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে)

৪.৩ (ঘ) ঋণ গ্রহণের পূর্বে ও পরে পরিচালিত পেশার মধ্যে পরিলক্ষিত পার্থক্য

ঋণ গ্রহণের পূর্বে শতকরা ৫১ ভাগ মহিলা এবং শতকরা ৪৬ ভাগ পুরুষ বর্তমানে পরিচালিত পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন । তবে পুঁজির অভাবে পেশার অবয়ব সীমিত বা ক্ষুদ্র ছিল এবং তেমন কোন লাভ পেতেন না । তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সেই পেশার তিনি মালিক ছিলেন না, কর্মচারী, বর্গা-গ্রহণকারী বা সাময়িক কালীন পেশা পরিচালনায় রত ছিলেন । ঋণ প্রাপ্তির পরে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে এখন তারা নিজেদের মালিকানায় পেশাটি পরিচালনা করছেন । পূর্বের তুলনায় পেশা পরিচালনায় তাদের বর্তমান অনুভূতি সারণী ৪.৭ এ বর্ণিত হলো ।

সারণী-৪.৭

ঋণ গ্রহণের পূর্বের ও পরের কাজের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন

পার্থক্যসমূহ	এমবিএসএস (N=৪১)	শতকরা	বিএসএস (N=৩৭)	শতকরা
১। নিজের পুঁজিতে ইচ্ছেমত কাজ করা যায়	১৪	৩৪.১৫	১২	৩২.৪৩
২। পূর্বের চেয়ে বর্তমানে লাভ বেশী হয়	২২	৫৩.৬৬	১৫	৪০.৫৪
৩। ব্যবসা বৃদ্ধি করার সুযোগ হয়েছে	৩	৭.৩২	২	৫.৪১
৪। এখন জীবিকার্জন নিশ্চিত	৫	১২.২০	৭	১৮.৯২
৫। আয়ের বিরাট অংশ পরকে দিতে হয় না	৮	১৯.৫১	১০	২৭.০৩
৬। পেশা/ব্যবসা চালাতে উৎসাহ/ আনন্দ পাই	৪	৯.৭৬	৩	৮.১১
৭। পেশা পরিবর্তনের সুযোগ আছে	-	-	৪	১০.৮১
৮। আত্ম বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	২	৪.৮৮	২	৫.৪১
৯। তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি	২	৪.৮৮	-	-

(একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে)

৪.৩ (ঙ) যে পেশা পরিচালনার জন্য ঋণ গৃহীত হয়েছিল, সেই পেশায় নিয়োজিত আছে কিনা

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের নিয়মানুসারে ঋণ গ্রহীতা যে পেশার নাম উল্লেখ করে ঋণের আবেদন করেন এবং তা মন্জুর হয়, সে পেশা পরিবর্তন করা যায়না । তবে বিশেষ কারণে পরিবর্তনের প্রয়োজন তীব্রতর হলে প্রকল্প দপ্তরে আবেদন জানাতে হয় এবং তা গৃহীত হলে পেশা পরিবর্তন করা যায় । এক্ষেত্রে নিয়মে কিছুটা ব্যাপকতা থেকে গেছে । যেমন, 'ক্ষুদ্র ব্যবসা' পেশাটির আয়তন অত্যন্ত ব্যাপক । অনেককে ক্ষুদ্র ব্যবসার নামে ঋণ নিয়ে অন্যের জমি ইজারা গ্রহণ পূর্বক শাক-সব্জীর চাষ করতে দেখা গেছে । ক্ষুদ্র ব্যবসা পেশার আওতায় একে সংশ্লিষ্ট করে নেয়া খুব একটা কঠিন নয় । এসব ছাড়াও অনেকে গাভী পালন বা হাঁস-মুরগী পালন পেশার নামে ঋণ নিয়ে পেশাটি

লাভজনক না হওয়ায় ধান-চাল বা অন্য খাদ্য শস্য ক্রয়-বিক্রয় পেশা চালাচ্ছেন । অনেক ক্ষেত্রে মাঠ সংগঠক এটা জানতে পারেন বা অবগত থাকেন । তবে লিখিত ভাবে আবেদন করে কেও পেশা পরিবর্তন করেছেন, এমন রেকর্ড প্রকল্প দপ্তরে নেই ।

নমুনা এলাকায় ১৪ জন মহিলা এবং ৭ জন পুরুষ তাদের উল্লেখকৃত পেশায় নিয়োজিত নেই । তারা অন্য পেশা পরিচালনা করছেন । এদের বিষয়ে থানা দপ্তরে পেশা পরিবর্তনের কোন আবেদন পাওয়া যায়নি ।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে যে, বিত্তহীন সমবায় সমিতি বা পুরুষ সমিতি এখন আর নিবন্ধন দেয়া হয়না । তাই পুরুষগণ তাদের স্ত্রীদেরকে এমবিএসএস এর সদস্য বানিয়ে তাদের নামে ঋণ নিয়ে নিজে ব্যবসা করেন । নমুনা এলাকায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী ঋণ গ্রহীতা মহিলা নিজে কোন পেশা পরিচালনা করেন না বলে তথ্য পাওয়া গেছে । তারা তাদের স্বামীদেরকে সমুদয় অর্থ প্রদান করেছেন, কিন্তু তা স্বীকার করেন না । মাত্র ৪ জন সরল মহিলা বিষয়টি স্বীকার করেছেন । আর কিছু মহিলা ঋণ নিয়ে নিজে পেশা পরিচালনা না করে অন্যকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়েছেন । এসব তথ্য প্রমাণ করা বেশ কঠিন । কেননা, উভয় পক্ষই চরম গোপনীয়তা বজায় রাখেন । এ বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) পদ্ধতিতে সমীক্ষা পরিচালনা করা হলে মূল তথ্য বেরিয়ে আসবে ।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে মহিলা সমিতি মন্জুরী দান এবং ঋণ প্রদানের বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন । নমুনা এলাকায় খুব গোপন উৎসে এসব তথ্য বেরিয়ে আসবে ।

৪.৩ (চ) ঋণের টাকা ব্যবসায়ে লগ্নীকরণ ও দলীয়ভাবে ব্যবসা পরিচালনা

উত্তরদাতা/দাত্রীদের শতকরা ৯৬ ভাগ প্রাপ্ত ঋণের টাকার পূর্ণ অংক ব্যবসায়ে লগ্নী করতে পেরেছেন বলে জানা গেছে । শতকরা ৪ ভাগ (৩ জন মহিলা ও ১ জন পুরুষ, যাদের পেশা গরু মোটা তাজাকরণ) জানিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ টাকা ব্যবসায়ে লগ্নী করা সম্ভব হয়নি । কারণ গরু ক্রয়ে কখনও খন্ডিত ভাবে ক্রয় করা সম্ভব নয় । ১টি গরু ক্রয়ের সময় পুঁজির চেয়ে বেশী দাম হলে তারা সেটি ক্রয় করতে সক্ষম হন না । তখন তুলনামূলকভাবে কম মূল্যের গরু ক্রয় করতে হয় । ফলে হাতে কিছু

পুঁজি থেকে যায় । সেই পুঁজি কেও কিস্তি শোধ করার জন্য 'আইডিল মানি' হিসেবে ঘরে রেখে দেন । কেও কেও এ টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগী কিনে বাড়ীতে পোষেন । কেওবা অন্যের নিকট সুদে টাকা খাটান ।

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক সমিতির প্রতি ৫ জনে একটি গ্রুপ তৈরী করে গ্রুপ ফান্ডে 'কশনমানি' জমা রাখবে এবং পারত: পক্ষে ঐ ৫ জন দলীয়ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করবে । কিন্তু বাস্তবে এরূপ দলীয়ভাবে ব্যবসা করার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি । যদিও মহিলাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জানান যে, তারা দলীয়ভাবে ব্যবসা করেন, কিন্তু সেটি আইন বাঁচাতে সত্যের অপলাপ মাত্র । সবাই এককভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন বলে পর্যবেক্ষিত হয়েছে ।

৪.৩ (ছ) মহিলা কর্তৃক ব্যবসা/পেশা পরিচালনা : সুবিধা ও অসুবিধা

কেবল এমবিএসএস এর সদস্যদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মহিলা হিসেবে আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তাদের পেশা বা ব্যবসা চালাতে কোন অসুবিধা হয় কিনা । মাত্র ২ জন (যাদের দুজনেরই স্বামী নেই) জানান যে, বেশ অসুবিধা হয় । অন্য পুরুষ বা মহিলার সাহায্য নিতে হয় । ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় অন্য পুরুষকে দিয়ে কেনা বেচা করাতে হয় । বেশ চড়া মজুরীও দিতে হয় । মাঝে মাঝে হাটে গেলে সংগী নিয়ে যেতে হয় । রাস্তায় চুরি ডাকাতির ভয় এবং কখনও কখনও ইজ্জত/সম্ভ্রমের ভয় নিয়ে চলাফেরা করতে হয় । দিনের বেলাতেই ব্যবসা সীমাবদ্ধ রাখতে হয় ।

বাকী ৭৮ জন (যাদের অধিকাংশেরই স্বামী রয়েছে) জানান যে, কোন অসুবিধা হয়না । এদের বেশীর ভাগই গবাদি পশু পালন, সেলাই, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত । তাই বাইরে ঘোরাঘুরির তেমন প্রয়োজন হয়না । তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত বাকী মহিলারা, যারা অসুবিধা হয়না বলে জানিয়েছেন, তারা আসলে নিজে কিছুই করেন না, স্বামীকে ব্যবসা করতে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে । ফলে অসুবিধা হবার কোন ভিত্তিই থাকছেনা ।

মহিলাদের আরেকটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, স্বামী কিংবা পরিবারের পুরুষ সদস্য তাদের পুঁজি নষ্ট কর ফেলে কিনা বা জোর করে অর্থ গ্রহণ করে কিনা । এর উওরে সবাই নঞর্থক মতামত ব্যক্ত করেছেন । আসলে এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলেও মহিলারা তা প্রকাশে নারাজ । এটিও কেবল অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে প্রকৃতভাবে জানা সম্ভব ।

৪.৩ (জ) <u>প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি</u>

প্রাথমিক সমিতির সকল সদস্যকে তার পেশানুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়ার নিয়ম ও বিধান পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে বলবৎ আছে । কিন্তু বাস্তবে এখন পর্যন্ত তা ঘটেনি । শতকরা ৩৫ ভাগ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন, বাকী প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কোন প্রকার প্রশিক্ষণ এখনও পাননি । প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি যথাক্রমে সারণী ৪.৮, ৪.৯ ও ৪.১০ এ উল্লেখ করা হলো ।

সারণী-৪.৮

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি

(N=১৬০)

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	এমবিএসএস	বিএসএস	মোট	শতকরা
প্রশিক্ষণ পেয়েছে	৩০	২৬	৫৬	৩৫.০০
প্রশিক্ষণ পায়নি	৫০	৫৪	১০৪	৬৫.০০
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

সারণী-৪.৯

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের বিষয়

প্রশিক্ষণের বিষয়	এমবিএসএস (N=৩০)	শতকরা	বিএসএস (N=২৬)	শতকরা
গাভী পালন	৭	২৩.৩৩	৯	৩৪.৬২
গরু মোটাতাজাকরণ	৮	২৬.৬৭	-	-
পশু সম্পদ উন্নয়ন	১	৩.৩৩	১	৩.৮৪
হাঁস-মুরগী পালন	১১	৩৬.৬৭	২	৭.৬৯
মৎস্য চাষ	৩	১০.০০	১৪	৫৩.৮৫
মোট	৩০	১০০.০০	২৬	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

সারণী-৪.১০

প্রশিক্ষণের মেয়াদ

প্রশিক্ষণের মেয়াদ	এমবিএসএস (N=৩০)	শতকরা	বিএসএস (N=২৬)	শতকরা
৩ দিন	৭	২৩.৩৩	১০	৩৮.৪৬
৪ দিন	১৪	৪৬.৬৭	১	৩.৮৫
৫ দিন	৫	১৬.৬৭	-	-
৭ দিন	-	-	১৩	৫০.০০
১০ দিন	৩	১০.০০	২	৭.৬৯
১৫ দিন	১	৩.৩৩	-	-
মোট	৩০	১০০.০০	২৬	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রদত্ত প্রশিক্ষণের শতকরা ৮০ ভাগই থানা সদরে পল্লী উন্নয়ন-১২ দপ্তরে কিংবা কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন দপ্তরে দেয়া হয়েছে। বাকী ২০% ক্ষেত্রে জেলা সদর বা পার্শ্ববর্তী জেলা সদরে, অথবা ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪.৪ ঋণ প্রাপ্তির ফলাফল

৪.৪ (ক) প্রাপ্ত লাভ থেকে বার্ষিক উদ্বৃত্ত অর্থ

প্রাথমিক সমিতিসমূহের সদস্যদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই কেবল সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। বাকী শতকরা ২০ ভাগ সর্বোচ্চ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এদের নিকট প্রকৃত মাসিক বা বার্ষিক আয়ের হিসাব প্রাপ্তি বেশ কষ্টকর এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা অনুমান নির্ভর। তাছাড়া, এরা প্রায় দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী বলে তাদের দৈনন্দিন সংসার ও জীবিকা নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই আয় বলে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। এদের নিকট থেকে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ জানার চেয়ে পুঁজি খাটিয়ে তার লাভ দিয়ে সংসার নির্বাহ করে উদ্বৃত্ত লাভের বার্ষিক অংক জানা অধিকতর উত্তম বিবেচনা করা হয়েছে।

ঋণ গ্রহীতাদের শতকরা ১৫ ভাগের মতামতে সংসার নির্বাহ করে বছরে কোন লাভ উদ্বৃত্ত থাকে না। শতকরা ৩৯ ভাগের বছরে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, যা বর্তমান মূল্যমানে খুবই নৈরাশ্যজনক আয়। এতে অনুমিত হচ্ছে যে, প্রায় অর্ধেকেরও বেশী ঋণ গ্রহীতা প্রাপ্ত পুঁজি দ্বারা দিনাতিপাত করার চেয়ে বেশী কিছু এখনও করতে পারেনি।

তবে লক্ষ্যণীয়, এদের এখন ২ বেলা আহার জোটে, পরণের কাপড়খানা ছিন্ন নয় এবং তা একটু পরিস্কারও বটে, এদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার মত জামা কাপড় কিনে দিতে পারে। এসব হত দরিদ্রদের জন্য এই পাওয়াটুকুও কম পাওয়া নয়।

বছরে লাভ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থের বিবরণ সারণী ৪.১১ তে প্রদর্শিত হলো :

সারণী-৪.১১

প্রাপ্ত লাভ/আয় থেকে সংসার নির্বাহ করে বছরে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ

(N=১৬০)

বছরে উদ্বৃত্ত অর্থ (টাকায়)	উত্তরদাতা/দাত্রীর শ্রেণী		মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস		
কোন উদ্বৃত্ত থাকেনা	১৪	১০	২৪	১৫.০০
অনূর্ধ্ব ১০০	১০	১৭	২৭	১৬.৮৮
১০১ - ২০০	১	২	৩	১.৮৭
২০১ - ৫০০	১৯	১৩	৩২	২০.০০
৫০১ - ১০০০	১১	৪	১৫	৯.৩৮
১০০১- ১৫০০	৭	-	৭	৪.৩৭
১৫০১- ২০০০	২	৭	৯	৫.৬৩
২০০১- ২৫০০	২	১	৩	১.৮৭
২৫০১- ৩০০০	৫	৩	৮	৫.০০
৩০০১- ৪০০০	১	১২	১৩	৮.১৪
৪০০১- ৫০০০	২	৫	৭	৪.৩৭
৫০০১- ৬০০০	২	২	৪	২.৫০
৬০০১- ৮০০০	-	৩	৩	১.৮৭
৮০০১- ১০০০০	২	-	২	১.২৫
১০০০১-১৫০০০	২	১	৩	১.৮৭
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত)

৪.৪ (খ) সঞ্চয়ী ফান্ডে জমাদান

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য ও ঋণ গ্রহীতাকে প্রতি সপ্তাহে বাধ্যতামূলকভাবে ২ টাকা (বর্তমানে ৫ টাকা) হারে সদস্যের নিজস্ব সঞ্চয়ী ফান্ডে জমা দিতে হবে । সে হিসেবে ৫২ সপ্তাহে ১০৪ টাকা অবশ্যই জমা রাখতে হবে । বর্তমানে ৫ টাকা হারে (৫২X৫) ২৬০/- টাকা জমা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । তবে সদস্যবৃন্দ এর চেয়ে বেশী পরিমাণে অর্থও তার সঞ্চয়ী ফান্ডে জমা রাখতে পারেন ।

যেহেতু এটা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, তাই সকল সদস্যেরই সঞ্চয়ী ফান্ডে অর্থ জমা আছে । ঋণ পরিশোধিত হয়ে যাবার পর সুদসহ সঞ্চয়ী ফান্ডের অর্থ সংশ্লিষ্ট সদস্য তুলে নিতে পারবেন । সঞ্চয়ী ফান্ডে উত্তরদাতা/দাএীদের বার্ষিক জমার অংক সারণী ৪.১২ তে দেখানো হলো ।

সারণী-৪.১২

সদস্যবৃন্দের বছরে সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমাণ

(N=১৬০)

ব্যাংকে সঞ্চয়ের পরিমাণ (টাকায়)	উত্তরদাতা/দাএীর শ্রেণী				সর্বমোট	শতকরা
	এমবিএসএস	শতকরা	বিএসএস	শতকরা		
*১০৪ - ২০০	১	১.২৫	৩	৩.৭৫	৪	২.৫০
২০১ - ৩০০	২৭	৩৩.৭৫	৫১	৬৩.৭৫	৭৮	৪৮.৭৫
৩০১ - ৪০০	৪	৫.০০	-	-	৪	২.৫০
৪০১ - ৫০০	২৭	৩৩.৭৫	৫	৬.২৫	৩২	২০.০০
৫০১ - ৬০০	১৫	১৮.৭৫	১৬	২০.০০	৩১	১৯.৩৮
৬০১ - ৭০০	৬	৭.৫০	৫	৬.২৫	১১	৬.৮৭
মোট	৮০	১০০.০০	৮০	১০০.০০	১৬০	১০০.০০

* কোন সদস্যেরই জমা ১০৪ টাকার কম নেই, তাই শ্রেণী ব্যাপ্তি নির্ধারণে সর্বনিম্ন ১০৪ টাকা ধরা হয়েছে ।

৪.৪ (গ) পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সদস্যদের জীবনমান উন্নতির পরিমাপ

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রকাশিত ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা-৬৫) ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের একটি খতিয়ান প্রকাশ করা হয়েছে । এতে কতিপয় বিষয়ে উন্নতির পরিমাপ শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়েছে । এরূপ পরিমাণ বস্তুত:পক্ষে একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং বেনচ-মার্ক সার্ভে ছাড়া এরূপ মূল্যায়ন করা কঠিন । তাছাড়া সেই প্রতিবেদনে উল্লেখকৃত হার যা শতকরায় প্রকাশ করা হয়েছে , এরূপ হার নির্ণয় সামাজিক বিষয়ে বা প্রপন্চে অনুমানকৃত বিষয় হিসেবে পরিণত হয় । এর সূক্ষ্ম ও আঙিক্ক পরিমাপ কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরিসংখ্যানবিদের গবেষণার বিষয় । তবে উন্নতি পরিমাপের আনুমানিক বা স্থূল প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে মাত্র । নিম্নে সেই প্রতিবেদনের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করা হলো :

কর্জ গ্রহীতা তথা সদস্যদের জীবনমান নিম্নহারে বৃদ্ধি পেয়েছে :

১।	বস্ত্র পরিধান ও সাবান ব্যবহার	৭৬%
২।	অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	৬৩%
৩।	খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	৬২%
৪।	পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	৬২%
৫।	স্বাস্থ্য ও পয়:ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪৭%
৬।	ছেলেমেয়েদের শিক্ষা	৪৭%
৭।	বসতবাটীর উন্নয়ন	১৮%
৮।	জমির মালিকানা	২২%

(উৎস : বিআরডিবি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯২-৯৩, পৃ: ৬৫)

বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়াদির অনুরূপ প্রপন্চ বর্তমান গবেষণার প্রশ্নপত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল । এমবিএসএস ও বিএসএস সদস্যরা তাদের অবস্থার মূল্যায়ন করেছেন । ঐ এলাকার ঋণ অগ্রহীতা জনগণকেও এসব বিষয়ে মতামত প্রকাশে অনুরোধ জানানো হয় । প্রাপ্ত ফলাফল সারণী ৪.১৩, ৪.১৪ ও ৪.১৫ তে দেখা যেতে পারে ।

সারণী-৪.১৩

পূর্বের তুলনায় বর্তমান জীবনমান উন্নতির পরিমাপ (এমবিএসএস সদস্যদের নিজস্ব মতামতানুযায়ী)

(N=৮০)

পরিমাপকৃত বিষয়াদি	উন্নতির পরিমাপ (শতকরা হারে)										উন্নতি হয়নি	মোট (জন)	উন্নতির গড়
	১০%	২০%	৩০%	৪০%	৫০%	৬০%	৭০%	৮০%	৯০%	১০০%			
অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	১১	৮	২	১	৯	-	-	-	৬	২	৪১	৮০	১৯.৫০%
জমির মালিকানা	৩	১	-	১	১	১	-	-	-	১	৭২	৮০	৩.৭৫%
খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	৮	১৮	১৬	৯	৯	২	২	-	২	২	১১	৮০	২৯.৬৩%
পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	২১	১৬	৪	১	৩	-	-	-	১০	৩	২২	৮০	২৬.০০%
বিশুদ্ধ পানি ও স্যাঃ ল্যাট্রিন ব্যবহার	২	৭	১৬	৩	৭	১	-	২	১০	৩	২৯	৮০	৩১.৬৩%
পরিস্কার বস্ত্র পরিধান	১৫	১৮	১৮	৪	৯	৩	১	১	১	-	১০	৮০	২৫.৯৯%
ছেলে মেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা	৬	১১	৪	২	৭	৩	১	২	৪	৩	৩৭	৮০	২৩.৭৫%
বসত বাটীর উন্নয়ন	৩৩	৭	৪	-	৩	২	-	১	৫	-	২৫	৮০	১৭.৩৭%
বয়স্ক শিক্ষা	১৩	১০	১	৩	৪	১	-	-	-	-	৪৮	৮০	৯.২৫%
স্বাক্ষর জ্ঞান	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫	৭৫	৮০	৬.২৫%
শাক-সব্জী উৎপাদন	-	-	১	১	-	-	-	-	-	-	৭৮	৮০	০.৮৭%
মৎস্য চাষ	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	৭৯	৮০	০.৩৮%

সারণী-৪.১৪

পূর্বের তুলনায় বর্তমান জীবনমান উন্নতির পরিমাণ (বিএসএস সদস্যদের নিজস্ব মতামতানুযায়ী)

(N=80)

পরিমাপকৃত বিষয়াদি	উন্নতির পরিমাণ (শতকরা হারে)										উন্নতি হয়নি	মোট (জন)	উন্নতির গড়
	১০%	২০%	৩০%	৪০%	৫০%	৬০%	৭০%	৮০%	৯০%	১০০%			
অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	১৪	১২	৪	৫	৭	৪	-	২	-	১০	২২	৮০	৩০.৬৩%
জমির মালিকানা	৬	১	-	-	১	-	-	-	-	১	৭১	৮০	২.৮৮%
খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	১১	২৪	১৮	১৩	৫	৪	-	-	-	৪	১	৮০	৩৩.০০%
পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	২৩	১৭	৬	৬	৩	-	-	১	-	১৫	৯	৮০	৩৪.০০%
বিশুদ্ধ পানি ও স্যাঃ ল্যাট্রিন ব্যবহার	১১	১৯	১০	১	২৩	-	-	-	-	৮	৮	৮০	৩৪.৭৫%
পরিস্কার বস্ত্র পরিধান	২৩	২৬	১০	৬	৭	১	৩	১	-	৩	-	৮০	২৮.৬৩%
ছেলে মেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৬	১৭	১২	২	৬	-	৪	১	-	৩	১৯	৮০	২৩.৭৫%
বসত বাটীর উন্নয়ন	২৬	১৬	৫	৬	৪	-	১	১	-	২	১৯	৮০	১৯.০০%
বয়স্ক শিক্ষা	১৩	১	-	-	-	-	-	২	-	-	৬৪	৮০	৩.৮৮%

সারণী-৪.১৫

ঋণ গ্রহীতাদের পূর্বের তুলনায় বর্তমান জীবনমান উন্নতির পরিমাপ (ঋণ অ-গ্রহীতাদের মতামতানুযায়ী)

(N=৪০)

পরিমাপকৃত বিষয়াদি	উন্নতির পরিমাপ (শতকরা হারে)										উন্নতি হয়নি	মোট (জন)	উন্নতির গড়
	১০%	২০%	৩০%	৪০%	৫০%	৬০%	৭০%	৮০%	৯০%	১০০%			
অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	১৮	৫	৩	৩	-	-	-	-	১	৭	৩	৪০	৩২.০০%
জমির মালিকানা	১৬	৩	-	১	১	-	-	১	-	২	১৬	৪০	৭.৩৮%
খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	২	৯	১৪	৬	২	১	১	-	-	২	৩	৪০	৩২.২৫%
গরু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	১৩	৭	৫	২	৬	১	১	-	-	২	৩	৪০	২৮.২৫%
বিশুদ্ধ পানি ও স্যা: ল্যাট্রিন ব্যবহার	১২	৮	৯	৩	৩	-	-	১	-	১	৩	৪০	২৫.০০%
পরিস্কার বস্ত্র পরিধান	৫	১৮	৮	৩	৩	-	১	-	-	-	২	৪০	২৪.৭৫%
ছেলে মেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৩	১০	৬	১	৪	-	-	-	৩	-	৩	৪০	২৫.৫০%
বসত বাটীর উন্নয়ন	-	১	-	১	-	-	১	১	-	-	৩৬	৪০	৫.২৫%
বয়স্ক শিক্ষা	১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০	৪০	২.৫০%
স্বাক্ষর জ্ঞান	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	৩৮	৪০	৫.০০%

সারণী ৪.১৩, ৪.১৪ ও ৪.১৫ তে উন্নতির যে গড় পরিমাপ গণনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে 'উন্নতি হয়নি' অবস্থাকে শূন্য ধরা হয়েছে। বাকী উপাত্তসমূহকে উত্তরদাতা ও শতকরা হারের গুণফলের সমষ্টিকে মোট উত্তরদাতা দ্বারা ভাগ করে উন্নতির গড় বের করা হয়েছে। যদিও এরূপ পরিসংখ্যানিক উপাত্ত নিখুঁত কোন হার প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেনা, তবু এরূপ গড় হার এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি স্থূল চিত্র প্রদান করে।

সারণীসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের গড় হার সব চেয়ে বেশী (৩২%) এবং মৎস্য চাষ সবচেয়ে কম (০.৩৮%)। পুরুষদের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশী গড় হার প্রাপ্ত বিষয় বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার (৩৪.৭৫%)। অবশ্য 'পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা এবং খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন' প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। যথাক্রমে ৩৪% ও ৩৩%।

ঋণ অগ্রহীতাদের মতামতে 'খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন' সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে (৩২.২৫%)। অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানার গড় এসেছে ৩২.০০%।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মহিলা সদস্যদের তুলনায় পুরুষ সদস্যদের উন্নতির হার তাদের নিজস্ব মতামতানুযায়ীই বেশী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু এমবিএসএস, বিএসএস ও ঋণ অগ্রহীতা এই তিন শ্রেণীর মতামতানুযায়ী যে হার পাওয়া গেছে, সে হার বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত (১৯৯২-৯৩) হারের চেয়ে অনেক কম, প্রায় অর্ধেক। যেহেতু সদস্যদের প্রাথমিক অবস্থার উপাত্ত গবেষকদের হাতে নেই, তাই বর্তমান অবস্থার উন্নতির পরিমাপে যথার্থতা দাবী করা কোনক্রমেই যৌক্তিক হবেনা।

৪.৪ (ঘ) <u>পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহীতাদের সবাই লাভবান হচ্ছে কিনা এবং কেও সর্বস্বান্ত হয়েছে কিনা</u>

এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ঋণ অগ্রহীতাবৃন্দ (৪০ জন) একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, ঋণ গ্রহীতাদের সবাই লাভবান হচ্ছেন। ঋণ গ্রহীতাদের শতকরা ৯৭ ভাগ স্বীকার করেছেন যে তারা লাভবান হচ্ছেন এবং অন্য যারা ঋণ গ্রহণ করেছেন তারাও লাভবান হচ্ছেন। কেবল মাত্র ২ জন মহিলা ও ২ জন পুরুষ সদস্য লাভবান হচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। অন্য ৩ জন সদস্যের মতে প্রায় সবাই 'মোটামুটি লাভবান' হচ্ছেন।

কতটা লাভবান হচ্ছেন, এ বিষয়ে ঋণ অ-গ্রহীতাদের প্রশ্ন করা হলে তাদের শতকরা ৫৩ ভাগ জানান 'মোটামুটি ভাবে লাভবান' হচ্ছেন । আর শতকরা ৪৩ ভাগের মতে 'যথেষ্ট লাভবান' হচ্ছেন এই প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতাবৃন্দ ।

এই প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করে কেও আর শোধ দিতে পারছেন না বা সর্বস্রান্ত হয়ে গেছেন কিনা; এরূপ প্রশ্নের উত্তরে ঋণ অগ্রহীতাবৃন্দের যথাক্রমে শতকরা ৮০ ভাগ ও শতকরা ৮৮ ভাগ দৃঢ় ভাবে জানান যে, কেও পরিশোধে ব্যর্থ বা সর্বস্রান্ত হননি । অবশ্য শতকরা ১৮ ও ১২ ভাগ এ বিষয়ে সঠিক জানেন না বলে মতামত পেশ করেন ।

৪.৪ (ঙ) <u>ভবিষ্যতে ঋণ আর না দেয়া হলে সঞ্চিত পুঁজি ও দক্ষতা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ সংক্রান্ত</u>

ঋণ গ্রহীতাবৃন্দ বর্তমানে প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি, লাভ, সঞ্চয় প্রভৃতির অর্থ দ্বারা এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও পেশা পরিচালনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারা ভবিষ্যতে আর ঋণ না পেলে নিজের সংসার চালাতে সক্ষম হবেন কিনা সে বিষয়ে শতকরা ১৬ ভাগ নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । তবে শতকরা ৮১ ভাগ নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবেন বলে আশাবাদ পোষণ করেন । সারণী ৪.১৬ তে বিষয়টি বিবৃত হলো :

সারণী-৪.১৬

ভবিষ্যতে আর ঋণ না পেলে নিজেকে চালাবার ক্ষেত্রে মনোভাব পোষণ

(N=১৬০)

মতামত	উত্তরদাতা/দাত্রীর শ্রেণী		মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস		
নিজেকে চালাতে পারবে	৫৮	৭১	১২৯	৮০.৬৩
হয়তো পারবে	২	-	২	১.২৫
চালাতে অসুবিধা হবে	২	১	৩	১.৮৭
নিজেকে চালাতে পারবে না	১৮	৮	২৬	১৬.২৫
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মহিলাদের মধ্যে নিজেকে চালিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশেরও বেশী নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন । পুরুষদের অধিকাংশই আস্থা অর্জন করে ফেলেছেন ।

4.4 (চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলে নিজ সামর্থে মোকাবিলা করার বিশ্বাস অর্জন

এ বিষয়েও মহিলাদের অর্ধেকেরও বেশী অংশের বিশ্বাস জন্মেনি । পুরুষদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আস্থা অর্জন করেছেন । সারণী ৪.১৭ তে বিষয়টি দেখা যেতে পারে ।

সারণী-৪.১৭

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিজ সামর্থে মোকাবিলা করতে পারবেন বলে বিশ্বাস জন্মেছে কি ?

(N=১৬০)

মতামত	উত্তরদাতা/দাএীর শ্রেণী		মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস		
পারবো	৩৭	৫৬	৯৩	৫৮.১২
পারবোনা	২২	১৩	৩৫	২১.৮৮
জানিনা	২০	২	২২	১৩.৭৫
সম্ভবত পারবো	১	৯	১০	৬.২৫
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত)

4.4 (ছ) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্যদের সমস্যা হয় কিনা

ঋণ পরিশোধ বা কিস্তি প্রদানে সদস্যদের কোন প্রকার সমস্যা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পুরুষদের মধ্যে (বিএসএস) মাত্র ১ জন জানিয়েছেন যে, তার পেশা গাভী পালন, যখন গাভী দুধ দেয়না তখন অন্যের নিকট থেকে ধার কর্জ করে কিস্তি পরিশোধ করতে হয় । এমবিএসএস এর ৩ জন সদস্য, তারাও গাভী পালন করেন, ঐ একই অনুযোগ জানিয়েছেন । ২ জন মহিলা গরু মোটাতাজাকরণ পেশা পরিচালনা করেন, তারা

জানিয়েছেন যে, বলদ বিক্রি না করা পর্যন্ত কোন আয় হচ্ছে না, তাই স্বামীর নিকট থেকে কিস্তির টাকা নিয়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে । ১ জন মহিলা হাঁস-মুরগী পালন করেন, তার লাভ হচ্ছে না বলে কিস্তি পরিশোধে অসুবিধা হচ্ছে । অপর ১ জন মহিলার গাভী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার চিকিৎসা চালাতে এবং কিস্তি পরিশোধ করতে সমস্যা হচ্ছে ।

সর্বমোট ৭ জন মহিলা ও ১ জন পুরুষ সদস্য কিস্তি পরিশোধে সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন । এদের সবার পেশা গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও হাঁস-মুরগী পালন । অর্থাৎ এই তিনটি পেশা গ্রহণকারীদের সমস্যা হচ্ছে বলে এই পেশাগুলোর পরিচালনা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে । বাকী শতকরা ৯৫ ভাগ সদস্য সদস্যার ঋণ পরিশোধে কোন সমস্যা হচ্ছে না ।

৪.৫ মাঠ সংগঠকদের কার্যক্রম মূল্যায়ন

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পে মাঠ সংগঠক (ফিল্ড অর্গানাইজার) দের ভূমিকা অপরিসীম । সমিতি গঠন, পরিচালনা, ঋণ প্রদানে সহায়তা, কিস্তি ও সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের অর্থ গ্রহণ ও জমাদান, সমিতির বিবাদ-বিসংবাদ দূরীকরণ, সমিতিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা, পেশা পরিচালনায় পরামর্শদান, প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়নের সুপারিশকরণ ইত্যাদি সকল প্রকার কাজে মাঠ সংগঠকবৃন্দের দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে । তারা সপ্তাহের মধ্যে ১ বার অবশ্যই ১টি সমিতি পরিদর্শন করবেন । ৫ দিনে মোট ১০টি সমিতি একজন মাঠ সংগঠককে পরিদর্শন করতে হয় ।

তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে উপকার ভোগীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, প্রথম দিকে মাঠ সংগঠকবৃন্দ যতটা আন্তরিকতার সংগে কাজ করতেন, এখন আর ততটা আন্তরিকতা তাদের মধ্যে দেখা যায়না । উত্তরদাতাদের এক তৃতীয়াংশ জানান যে, মাঠ সংগঠকবৃন্দ কেবল কিস্তির টাকা গ্রহণ করেন, অন্য বিষয়ে তেমন কোন পরামর্শ দেন না । বাকী দুই তৃতীয়াংশ জানান যে, কিস্তির টাকা গ্রহণসহ অন্যান্য পরামর্শও দিয়ে থাকেন ।

যাই হোক, মাঠ-সংগঠকদের কার্যক্রমে আরেকটু গতিশীলতা আনয়ন প্রয়োজন ।

৪.৬ ক্রয়কৃত শেয়ারের লাভ প্রাপ্তি

পঞ্চগড় জেলার বোদা থানায় সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ারের টাকা কোন ব্যবসায়ে না খাটানোর ফলে কোন লাভ হয়নি এবং সদস্যদেরকে আজ অবধি শেয়ারের কোন লাভ দেয়া হয়নি । অন্য ৩টি নমুনা থানাতেও অধিকাংশ সদস্য শেয়ারের লাভ প্রাপ্ত হননি । নিম্নে সারণী ৪.১৮ তে শেয়ারের লাভ প্রাপ্তি এবং ৪.১৯ তে প্রাপ্তির পরিমাণ দেখানো হলো ।

সারণী-৪.১৮

ক্রয়কৃত শেয়ারের লাভ প্রাপ্তি

(N=১৬০)

লাভ প্রাপ্তি	এমবিএসএস	বিএসএস	মোট	শতকরা
লাভ পেয়েছে	১৭	২২	৩৯	২৪.৩৭
লাভ পায়নি	৬৩	৫৮	১২১	৭৫.৬৩
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত)

সারণী-৪.১৯

শেয়ারের লাভ প্রাপ্তির পরিমাণ

লাভের পরিমাণ (টাকায়)	উত্তরদাতা/দাত্রীর শ্রেণী				মোট	শতকরা
	এমবিএসএস (N=১৭)	শতকরা	বিএসএস (N=২২)	শতকরা		
অনূর্ধ্ব ১০০ টাকা	২	১১.৭৬	-	-	২	৫.১৩
১০১ - ২০০ "	১০	৫৮.৮২	৪	১৮.১৮	১৪	৩৫.৯০
২০১ - ৩০০ "	৫	২৯.৪২	১৮	৮১.৮২	২৩	৫৮.৯৭
মোট	১৭	১০০.০০	২২	১০০.০০	৩৯	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত)

৪.৭ উপকারভোগীদের দৃষ্টিতে অন্যান্য এনজিও'র তুলনায় পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

সারণী ৪.২০ এ উপকারভোগীদের দৃষ্টিতে অন্যান্য এনজিও'র তুলনায় পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বিশেষত্ব বর্ণনা করা হলো :

সারণী-৪.২০

অন্য এনজিও'র তুলনায় কেন পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পকে ভাল মনে করেন

(N=১৬০)

প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ	উত্তরদাতা/দাতাএীর শ্রেণী		মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস		
বাড়ী থেকে কর্মীরা কিস্তির টাকা নিয়ে যায়	৮	৯	১৭	১০.৬২
ঋণ পাওয়া সহজ	৬	৪	১০	৬.২৫
১ কিস্তি খেলাপ হলেও অসুবিধা হয় না	৩৪	৭	৪১	২৫.৬৩
প্রশিক্ষণ প্রদান করে (দৈনিক ভাতাও পাওয়া যায়)	৩	-	৩	১.৮৭
সাপ্তাহিক ভাবে কর্মীরা তদারকীতে আসে	৩	২	৫	৩.১৩
সঞ্চয় জমা থাকে, লাভও পাওয়া যায়	২	৬	৮	৫.০০
সরকারী সংস্হা,টাকা হারাবার ভয় নেই	৭	১০	১৭	১০.৬২
সুদের হার অন্য এনজিও থেকে কম	১১	১৬	২৭	১৬.৮৮
আরডি-১২ প্রকল্প দুর্নীতিমুক্ত	২	৪	৬	৩.৭৫
এতে বন্ধকী দিতে হয় না	-	৫	৫	৩.১৩
এখানে দালালের উৎপাত নেই	-	১১	১১	৬.৮৭
আরডি-১২ কর্মীরা পরামর্শ দেয়	৪	৬	১০	৬.২৫
মোট	৮০	৮০	১৬০	১০০.০০

(উৎস : মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত)

৪.৮ প্রকল্প এলাকার ঋণ অগ্রহীতাদের দৃষ্টিতে প্রকল্পের দোষত্রুটি

প্রকল্প এলাকায় যারা সবেমাত্র সমিতির সদস্য হয়েছেন, এখনও ঋণ গ্রহণ করেননি, অথবা যারা প্রতিবেশী বা গ্রামবাসীদেরকে এই প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ, ব্যবসা/পেশা পরিচালনা এবং সমিতি পরিচালনা করতে দেখছেন, তাদের দৃষ্টিতে এই প্রকল্পের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা নিরপেক্ষভাবে এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনায় সক্ষম হবেন। এদের শতকরা ৭৫ ভাগ 'ঋণ প্রদানে বিলম্ব করার' কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধ ও তাদের নিকট একটি ত্রুটি বলে গণ্য হয়েছে। অন্যান্য মতামত সারণী ৪.২১ এ দেখা যায়।

সারণী-৪.২১

আরডি-১২ প্রকল্পের কী কী দোষ/ত্রুটি রয়েছে

	অগ্রহীতা	(N=৪০) শতকরা
কোন ত্রুটি দেখিনা	৩০	৭৫.০০
পুরুষদের সমিতি গঠন করতে দেয় না	৩	৭.৫০
ঋণের পরিমাণ খুব কম	১	২.৫০
সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধ ঝামেলাপূর্ণ	২	৫.০০
ঋণ দিতে দেরী করে	৩	৭.৫০
পুরুষ সমিতি আর মঞ্জুর করেনা	১	২.৫০
পুরুষদের বিশ্বাস করেনা	১	২.৫০
পুরুষদের ঋণ দেয় না	১	২.৫০
মোট	৪০	১০০.০০

৪.৯ উপকারভোগীবৃন্দ কর্তৃক প্রকল্পের উন্নয়ন সাধনে পেশকৃত সুপারিশ

যারা এই প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতা ও সদস্য হিসেবে উপকারভোগী, তারা প্রকল্পটিকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং এর উন্নতি সাধনে যে সব সুপারিশ পেশ করেছেন, তার মধ্যে 'সুদের হার কমানো' অন্যতম। 'ঋণের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি'

করার সুপারিশ তারা করেছেন এবং নতুন গঠিত সমিতিসমূহকে দ্রুত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন । সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশও এসেছে, যা পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য । সুপারিশ সমূহ ৪.২২ নম্বর সারণীতে বর্ণিত হলো ।

সারণী-৪.২২

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প আরও ফলপ্রসূ করার জন্য সদস্যদের সুপারিশ

(N=১৬০)

সুপারিশ	উত্তরদাতা/দাতার শ্রেণী		মোট	শতকরা
	এমবিএসএস	বিএসএস		
সুদের হার কমানো	৪২	৪৩	৮৫	৫৩.১৩
ঋণের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ	২০	২৫	৪৫	২৮.১৩
সকল সদস্যকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান	৭	৮	১৫	৯.৩৮
মাঠকর্মী কর্তৃক বিভিন্ন নতুন পেশার পরামর্শদান	১৩	৩	১৬	১০.০০
নতুন গঠিত সমিতিসমূহকে দ্রুত ঋণদান	৫	১৮	২৩	১৪.৩৮
ঋণ প্রদানে বিলম্ব দূরীকরণ	৭	৩	১০	৬.২৫
পুরুষ সমিতি গঠন ও মঞ্জুরকরণ	-	১১	১১	৬.৮৭
সপ্তাহের পরিবর্তে পাক্ষিক কিস্তি প্রদান	-	৩	৩	১.৮৭
দৈব দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় ঋণ প্রদান	২	৪	৬	৩.৭৫
গ্রামেই প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	২	৩	৫	৩.১৩

(একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে)

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ সুপারিশ ও উপসংহার

৫.১ সুপারিশ

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পটি কেবল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডেরই নয়, বরঞ্চ বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প । বর্তমানে ১৩৯টি থানায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । বর্তমান সমীক্ষায় ৪টি বৃহৎ (প্রাক্তন) জেলার ৪টি থানা নমুনা এলাকা হিসেবে বিশেলষিত হয়েছে, যা সমগ্র এলাকার শতকরা ৩ ভাগ (থানা হিসেবে) মাত্র । সেদিক থেকে বিবেচনা করলে সমগ্র প্রকল্পের মূল্যায়ন হিসেবে সমীক্ষাটিকে আখ্যায়িত করা যাবেনা । তবে যেহেতু প্রকল্পটির কার্যক্রম, ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া, সমিতি গঠন, পেশা ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, প্রশিক্ষণ, তদারকী, ব্যবস্হাপনা প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রকল্পের সমগ্র এলাকায় একই প্রকৃতির, তাই ৪টি থানা থেকে সংগৃহীত উপাত্ত, পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত বিষয়াদি প্রকল্প মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে ।

সমীক্ষাধীন এলাকাসমূহের বিশ্লেষণে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে কতিপয় প্রয়োগযোগ্য সুপারিশ এখানে পেশ করা হলো ।

ক) সমিতির সমবায়ী কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ

সর্বোচ্চ ৩০ জন মহিলা অথবা পুরুষ সমন্বয়ে যথাক্রমে মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এমবিএসএস) ও বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বিএসএস) গঠন করা হয় । ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে 'গ্রুপ ফান্ড' গঠন করার জন্য সমিতির অন্তর্গত ৫ জন সদস্য/সদস্যা সমবিভব্যাহারে সমিতির মধ্যেই আবার 'উপ-দল' সৃষ্টি করা হয়, যাতে ঋণ পরিশোধ ও আদায় নিশ্চিত করা যায় । অর্থাৎ একটি সমিতির মধ্যে সর্বোচ্চ ৬টি 'উপ-দল' বা 'ক্ষুদ্র দল' সৃষ্টি করে 'সমবায়ী কার্যক্রম' এর যে ধারা সৃষ্টি করা প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, কার্যত: তা সফল হচ্ছেনা । উদাহরণত: বলা যায় যে, সমিতির অন্তর্গত ৫ জনের ক্ষুদ্র/উপ-দলের প্রত্যেকে যদি ৫ হাজার টাকা করে ঋণ পায়, তাহলে একত্রে তারা ২৫ হাজার টাকা দিয়ে যে কোন যৌথ ব্যবসা/কারবার আরম্ভ করতে পারে । এতে লাভের অংক যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি আপদে বিপদে একে অপরকে সাহায্য করতে

পারবে । কিন্তু কার্যত: সবাই একা একা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করছে । ফলে একজন লোকসান করলে বা দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে সমিতির অন্য কেও সহায়তা করছেনা । ফলে আত্ম-কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হলেও সমবায়ী পদ্ধতি তেমনটা কার্যকর হয়নি । কেবল আর্থিক ক্ষতি-বৃদ্ধি নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত করণেও সমিতির ভূমিকা তেমন গুরুত্ব পায়নি । নামকরণ ও কাগজে-কলমে সমবায় সমিতি হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সমবায়ী মনোভাব এবং ঐক্য গড়ে ওঠেনি ।

এ বিষয়ে সমিতিসমূহে সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন । যৌথ ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা এবং সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণে কিছু নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে । ফলে একজন সদস্যের প্রয়োজনে (যেমন চিকিৎসা, মেয়ের/ছেলের বিয়ে,দৈব দুর্ঘটনায় সহায়তাদান, প্রভৃতি) অন্য সকলে বা অন্তত: গ্রুপের অন্য ৪ জন সদস্য/সদস্যা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে । কেবল নীতি বা নির্দেশ দিয়ে নয়, মাঠ-সংগঠকদের মাধ্যমে সমবায়ী ভূমিকা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় ।

(খ) <u>মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্যা চয়নে সতর্কতা অবলম্বন</u>

যে সব মহিলা নিজে ঋণের টাকা দ্বারা কোন পেশা/ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে এমবিএসএস এর সদস্যা হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ঋণ প্রদান প্রকল্পের সুনামের হানি ঘটাচ্ছে । এরা নিজে কোন পেশা/ব্যবসা পরিচালনা না করে মহাজনী কায়দায় অন্যকে সুদে টাকা ধার দিচ্ছে অথবা স্বামী, পুত্র, আত্মীয় বা অন্যকে দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে । এতে 'আত্ম-কর্মসংস্থান' নামক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে । মাঠ পর্যায়ে এরূপ অভিযোগ প্রচুর শোনা গেছে এবং তথ্য প্রমাণেও তা ধরা পড়েছে । এরূপ ক্ষেত্রে যদি আগে ঐ সব সদস্যার আত্ম-কর্মসংস্থান সম্পর্কে পারংগমতা চিহ্নিত করা না সম্ভব হয়, তাহলে জানতে পারা মাত্র তাদের সদস্যপদ বাতিল ও ঋণের টাকা ফেরত নেয়া যেতে পারে । কারণ, পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণ দ্বারা সুদের ব্যবসা চালানো বা অন্যকে দিয়ে ব্যবসা করানো নিশ্চয় প্রকল্পের কৃতিত্ব বহন করছেনা । পুরুষ সমিতির সদস্য নির্বাচনেও এরূপ নীতি বলবৎ করা যেতে পারে ।

গ) মাঠ-সংগঠকদের কার্যক্রম জোরদারকরণ

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত মাঠ-সংগঠকদের নিষ্ঠাময় কর্ম পরিচালনার উপর। প্রকল্পের প্রারম্ভকালে তাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও কর্মময়তার যে দৃষ্টান্ত দেখা যেতো, এখন তা কেবল সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা আদায় এবং দু'একটি সভায় যোগদানের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে। অনেক কিছু তারা দেখেও না দেখার ভান করছেন (যেমন, সুদে টাকা খাটানো, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার না করা, বিশুদ্ধ পানি পান না করা, ইত্যাদি)। ঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে বা নতুন লাভজনক পেশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করণে মাঠ-সংগঠকদের ভূমিকা দেখা যাচ্ছেনা।

বাংলাদেশে সরকারী প্রকল্পগুলো ব্যবস্হাপনার অদক্ষতা এবং কর্মীদের গাফিলতিতে ক্রমানবয়ে কৃতিত্ব হারিয়ে ফেলে। উপযুক্ত তদারকীর অভাবও সরকারী প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা এনজিও পরিচালিত প্রকল্পে তেমন একটা ঘটেনা। তাই, মাঠ-সংগঠকদের কার্যক্রম জোরদার করণ এবং তাদের কাজ তদারকীর জন্য এআরডিও বা আরডিওদের আকস্মিক পরিদর্শন এ মুহূর্তেই বৃদ্ধি করা দরকার। সময় পেরিয়ে গেলে পুরো প্রকল্প বিফলতায় পর্যবেশিত হতে পারে।

ঘ) যথাযোগ্য ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (যা এনজিও প্রকল্পে তেমন একটা নেই) ও অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সকল সদস্যের প্রশিক্ষণ প্রদান। বাস্তব ক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও ম্যানেজারদেরকে মাসে, প্রতি দুইমাসে বা প্রতি তিনমাসে ১ বা ২ দিনের ব্যবস্হাপনা প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বহুলাংশে সীমিত হয়ে আছে। ব্যাপক সংখ্যক সদস্য/সদস্যা কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পাচ্ছেনা। ফলে প্রচলিত কয়েকটি সাধারণ পেশা, যা প্রশিক্ষণ ছাড়াই চালানো যায়, সেরূপ পেশায় অধিকাংশ সদস্য/সদস্যা নিয়োজিত রয়েছে। অথচ, সামান্য ২/৩ দিন বা ১ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে হস্তশিল্প, মৎস্য চাষ, নার্সারী, হাঁস-মুরগী পালন, মেকানিকস্ প্রভৃতি নতুন নতুন ও লাভজনক পেশায় ঋণ গ্রহীতাবৃন্দ নিয়োজিত হতে পারে। তাছাড়া, সভাপতি/সভানেত্রী ও ম্যানেজারকে এত অধিকবার প্রশিক্ষণ দেয়া খুব বেশী যুক্তি সংগত মনে হচ্ছেনা, যেখানে অন্যান্যরা জীবনে একবারও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেনা।

শুধু থানা সদরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ তাতে যোগদান করতে খুবই কম সক্ষম হবে । ইউনিয়ন পর্যায়ে বা প্রসিদ্ধ গ্রামাঞ্চলে স্বল্পকালীন (২/৪ দিনের) প্রশিক্ষণের আয়োজন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে ।

ঙ) <u>টি আর টি ও সি আর টি দলের কার্যক্রম জোরদারকরণ</u>

টেকনিক্যাল রিসোর্স টীম (টি আর টি) এবং সি আর টি'র কার্যক্রম থানা পর্যায়ে মোটেও চোখে পড়ছেনা । এমবিএসএস ও বিএসএস সদস্যবৃন্দ এদের নাম শুনেছে বলে মনে হয়নি । এদের কার্যক্রম সমিতি পর্যায়ে প্রসারিত এবং প্রচলিত না হওয়ায় এদের অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে । যদি প্রকল্পের উন্নয়ন সাধনে এ দুটি টীমের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় (পুনর্বিবেচনা প্রার্থনীয়), তাহলে তা জোরদার ও সম্প্রসারণ করা দরকার ।

চ) <u>গাভী পালন ও পশু মোটা তাজাকরণ প্রকল্পের ঋণদানের পূর্বে যথাযথ জরীপ পরিচালনাকরণ</u>

এ দুটি প্রকল্পে/পেশায় যারা ঋণ গ্রহণ করেছেন, তাদের অধিকাংশের মতামত খুবই নেতিবাচক । বগুড়া জেলার শেরপুর থানা ছাড়া অন্য কোথাও এ দুটি প্রকল্প তেমন লাভজনক বিবেচিত হচ্ছেনা । যেমন, ঋণের টাকা দিয়ে একটি গাভী ক্রয়ের ৬ মাস বা ১ বছর পরে গাভীটি বাচ্চা দেবে এবং পালনকারীর আয় হবে । কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কিস্তির টাকা সে কিভাবে শোধ দেবে ? কিভাবেই বা গাভীটির খোরাক জোটাবে ? এতে অনেক সদস্যকেই সমস্যাগ্রস্ত মনে হয়েছে । তাছাড়া, দুধ বিক্রির টাকা থেকে সংসার পরিচালনা করে বছরে সর্বোচ্চ ৫ শত টাকা উদ্বৃত্ত থাকে বলে জানা গেছে । এতে তাদের পরবর্তী স্বনির্ভরশীলতা আসবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না ।

পশু পালনের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান । ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়ে গরু বা ছাগল ক্রয় করে ১/২ বছর পুষে তা বিক্রী করলে লাভ পাবে । কিন্তু ততদিন তার কিস্তি পরিশোধ, পশুর খোরাক জোগানো এবং তার সংসার চালানোর টাকা সে কোথায় পাবে । ২ বছর পরে যা লাভ পাবে, তার আগের ঋণ ; যা সে কিস্তি শোধ করার জন্য মহাজনদের নিকট থেকে চড়া সুদে নিয়েছিল, তা শোধ দিয়ে সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে ।

অথচ মাঠ পর্যায়ে এ দুটি পেশায় বা প্রকল্পে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য ঋণ নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। কারণ, মহিলা সদস্যদের নিকট এটিতে কম খাটুনী এবং বাড়ীর বাইরে না যাবার বিষয়টি জড়িত আছে। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষেরই জরীপ করে দেখা উচিৎ যে, বর্ণিত পেশা বা প্রকল্প দুটিতে কতটা লাভ হচ্ছে। যদি তেমন একটা লাভজনক নয় বলে প্রমাণিত হয় (যেমনটি এই সমীক্ষায় দেখা গেছে), তাহলে পেশা দুটিতে ঋণ প্রদান বন্ধ করে অন্য লাভজনক পেশাগুলোতে ঋণ প্রদান চালু করা যেতে পারে।

ছ) <u>ঋণ গ্রহীতাদের জীবনমান বৃদ্ধির পরিমাপ যথার্থ ও সহজবোধ্যকরণ</u>

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে 'কর্জ গ্রহীতা তথা সদস্যদের জীবনমান বৃদ্ধি' সম্পর্কে একটি তথ্য তালিকা দেয়া হয়েছে। পরিমাপটিতে 'বস্ত্র পরিধান ও সাবান ব্যবহার', 'খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন' প্রভৃতি প্রপঞ্চ ব্যবহার করা হয়েছে। বৃদ্ধির পরিমাপ শতকরা হারে' প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিমাপটি খুব একটা সহজবোধ্য নয়। কেননা, এরূপ প্রপঞ্চ গবেষণার ভাষায় ব্যবহার করা হলে তার পরিমাপ কিভাবে করা হলো; এ প্রশ্ন সর্বাগ্রে এসে যায়। শতকরা হারই বা কিভাবে ব্যবহৃত হলো, তাও বিবেচ্য বিষয়। ধরা যাক, একজন ঋণ গ্রহীতা পূর্বে কখনই সাবান ব্যবহার করতোনা, এখন সাবান ব্যবহার করে, তাহলে এটা কি শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি, নাকি ২০০ ভাগ, নাকি ৫০ ভাগ ? আরেকজন সদস্য আগে ১ খানা সাবান ব্যবহার করতো, এখন ২ খানা ব্যবহার করে। এটা কি শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি না ১০০ ভাগ ?

তাছাড়া, এরূপ প্রপঞ্চের মূল্যায়নে 'যথার্থতা' আনয়ন বড়ই কঠিন। শতকরা হারে প্রকাশ যথার্থতা আনয়নে কখনই সক্ষম হবেনা। তাই সহজবোধ্য ও যথার্থ মূল্যায়ন ও পরিমাপে প্রত্যক্ষভাবে কতজন কতটা জমির মালিক হয়েছে বা এখন কতজন মাসে কয়টা সাবান ব্যবহার করে ; এরূপ পরিমাপ অধিকতর উত্তম হবে। এই সমীক্ষায় শতকরা হার ও গড় নিয়ে দেখা গেছে যে, বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯২-৯৩) এর পরিমাপ সম্ভবত: অতিশয়োক্তির দ্বারা প্রভাবিত।

'জীবন মান' বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপে না এনে এর পর্যায় মূলক পরিমাপে আনা হলে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও যথার্থ হতে পারে ।

জ) ঋণ মঞ্জুরীর হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি সহজীকরণ

বর্তমানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমিতি বা সদস্যকে ঋণ প্রদান করা হয় বলে অর্থ বছরের (জুলাই - জুন) শেষে বার্ষিক ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং প্রাপ্ত সুদের সংরক্ষিত হিসাব জটিল আকার ধারণ করে । এমনকি এটি অডিট বিভাগ ব্যতীত গবেষক বা সাংবাদিকদের বোধগম্যতার বাইরে চলে যায় । যদিও পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প রিভলভিং ফান্ড বা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবুও ব্যাংকের মত জটিল হিসেব পরিত্যাগ করে সহজ হিসেব পদ্ধতিতে পরিবর্তন অধিকতর সুবিধেজনক বলে বিবেচিত হবে । হিসেব সংরক্ষণ পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা মোটেও সহজবোধ্য নয় । তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে থানা পর্যায়ের হিসেব রক্ষণ কর্মচারী হিসেব প্রদানকালে কিছুতেই ঋণ বিতরণ, আদায় ও খেলাপী ঋণের পরিমাণ বোঝাতে সক্ষম হননি । কোন বিদেশীর নিকট (তহবিল দাতা সংস্থা) এরূপ জটিল হিসেব প্রদান করলে ভুল বুঝবার অবকাশ থাকবে ।

ঝ) 'ঋণ বিতরণ' ও 'আদায়' এর নিয়ম পরিবর্তন ও যথার্থ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ

মাঠ পর্যায় থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে প্রথম দফায় ঋণ হিসেবে যে অর্থ প্রদান করা হয়, ঋণ গ্রহীতা ৯ বছরের মধ্যে সেই অর্থ প্রকল্পে ফেরত প্রদান করে, যাতে তাকে পুনরায় বেশী অংকের অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয় । এভাবে দুই দফায় ঋণ গ্রহীতা অর্থ গ্রহণ ও ফেরত প্রদান করে সর্বোচ্চ ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে ফেলে । প্রকল্পের ঋণ প্রদানে এরূপ ব্যবস্থা বা নিয়ম রাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঋণ গ্রহীতার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন । কিন্তু বাস্তবে ঋণ গ্রহীতা সর্বোচ্চ অংক ঋণ হিসেবে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ঋণের অর্থ কোন কাজে/পেশায় না লাগিয়ে বছর শেষ হওয়ার পূর্বে ফেরত প্রদান করে যাচ্ছে, বেশী অংকের ঋণ পাবার আশায় ।

এতে প্রকল্পের ঋণ প্রদানের মূল উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি সমালোচকদের দৃষ্টিতে প্রকল্পের আদায়ের হার নির্ধারণের হিসেবটি 'বানানো হিসাব' বলে আখ্যা লাভ করেছে । এটি দূরীভূতকরণে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের প্রতি গবেষকদের সুপারিশ হলো :- ঋণের অংক প্রথম দফায় অন্তত: ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা করতে হবে এবং ৩ বছরের পূর্বে একই ঋণ গ্রহীতাকে সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান ও পুনরায় ঋণ প্রদানের সুযোগ দেয়া চলবেনা । এতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বাড়ানো যাবে এবং ঋণ প্রদান ও আদায়ের হিসাব যথার্থভাবে দেখানো যাবে । 'রিকভারি রেট' হিসেবে প্রকৃত অংক লিপিবদ্ধকরণ ও নির্ধারণ এর ফলে সম্ভব হবে, যা বর্তমানে আদায় রেজিষ্টারে সঠিকভাবে বোধগম্য হচ্ছে না ।

ঞ) <u>সদস্য/সদস্যাদের ক্রীত শেয়ারের টাকা লগ্নীকরণ ও লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ</u>

প্রাথমিক সমিতির সদস্য/সদস্যাদের ক্রীত শেয়ারের টাকা বহুস্থানে অ-লগ্নীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে । বর্তমানে ব্যাংকের প্রদত্ত সুদের হার অত্যন্ত কম । তাই অন্যত্র এই তহবিলের টাকা লগ্নী করা হলে ভাল মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে । মুনাফা থেকে সদস্য/সদস্যাদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হলে তারাও সঞ্চয়ে এবং শেয়ার ক্রয়ে অনুপ্রাণিত হবে । এ বিষয়ে বিআরডিবি কর্তৃপক্ষ প্রতিটি থানা দপ্তরকে জরুরীভাবে নির্দেশ প্রদান করতে পারে ।

ট) <u>ঋণ প্রদানে জটিলতা পরিহারকরণ</u>

বর্তমানে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং এই সমীক্ষায় তা বর্ণনা করা হয়েছে । সরকারী কার্যক্রমে বাংলাদেশে জটিলতা, পর্যায় বাহুল্য এবং ধীরগতি সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে বলে বহু প্রকল্প সুনাম ধরে রাখতে পারেনা । এসব জটিলতা এনজিও কার্যক্রমে নেই বলে তারা দ্রুত কার্যক্রম চালাতে পারে । পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ঋণদান পদ্ধতিকে সহজতর করা প্রয়োজন । সেজন্য সমিতির রেজিষ্ট্রেশন, গ্রুপ ফান্ড গঠন এবং মাঠ-সংগঠকের সুপারিশই ঋণ প্রদানে যথেষ্ট হতে পারে । ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত করা হলে জটিলতা অনেকটা কমে যাবে ।

ঠ) **সুদের হার হ্রাসকরণ**

সমাজের হত দরিদ্র ও পুঁজিহীন ব্যক্তিদের কল্যাণে যেহেতু পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত, তাই সুদের হার সর্ব নিম্ন পর্যায়ে রেখে এসব ভাগ্যহীনদেরকে পুঁজি গঠনের সুযোগ দেয়া অধিকতর সমীচীন হবে । নামমাত্র সুদে ঋণ দেয়া হলে গ্রহীতাদের লভ্যাংশ বেশী থাকবে এবং তারা উপকৃত হবে । আর যদি কেও দৈব দুর্যোগে আক্রান্ত হয়, তাহলেও যেন শোধ করার সুযোগ তার থাকে । এজন্য পুনরায় বিবেচনা করে শতকরা বার্ষিক ৮ বা ১০ টাকা হার সুদে ঋণ দেয়া অধিকতর উত্তম বলে বিবেচিত হচ্ছে ।

ড) **পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ**

কোন প্রকার বন্ধকী ছাড়া দরিদ্র ব্যক্তিদের মূলধন গঠনে বেসরকারী সংস্থা সমূহের কার্যক্রমের (যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্যান্য সংগঠন) পাশাপাশি সরকারী কার্যক্রম হিসেবে বিআরডিবি'র পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় ৮ বছর ধরে । অথচ এই বিশাল কর্মযজ্ঞের তেমন কোন প্রচার দেখা যায়না । বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ব্যতীত এর উল্লেখ কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে । ফলে একদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সরকারী কার্যক্রমের অভাব রয়েছে ধারণা করে যেমন হতাশ হচ্ছে, তেমনি সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাপক অংশ এ কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারছেনা ।

পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান এবং কার্যক্রমটির বিষদ বিবরণ বিভিন্ন সরকারী গণ-মাধ্যম তথা টেলিভিশন, রেডিওতে প্রচার এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানাবিধ ভাবে পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ । প্রকল্প সম্পর্কে আরও ব্যাপক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের জন্যও গবেষকদের আহবান জানানো যেতে পারে । এর প্রচার বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকার সফলভাবে এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে ।

ঢ) **পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ**

ক্যানাডিয়ান 'সিডা' কর্তৃপক্ষ জুন, ১৯৯৬ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের মেয়াদ ধার্য করে রেখেছে । যেহেতু গবেষকদের দৃষ্টিতে কিছু এুটি-

বিচ্যুতি সত্ত্বেও এটি একটি সফল পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম, তাই এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি 'সিডা' থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে আর সম্ভব না হয়, তাহলে অন্য কোন দাতা সংস্থার নিকট আবেদন জানিয়ে তহবিল গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে সরকারী রাজস্ব বাজেটে হলেও এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া যথার্থ হবে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের মূলধন গঠনের কোন প্রকার উৎস নেই, তাদের সংখ্যা মোট জনগণ সংখ্যার ১/৩ অংশেরও বেশী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য এরূপ একটি প্রকল্পের চলমানতা রুদ্ধ করে দেয়া মানবিক কারণে যেমন সঠিক নয়, তেমনি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এরূপ একটি কর্মসূচির অকালমৃত্যুও কাম্য হতে পারেনা।

৫.২ উপসংহার

ক্যানাডিয়ান 'সিডা' কর্তৃক আর্থিক সহায়তা পুষ্ট পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প এদেশের দুঃখী দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অনুপম স্বাক্ষর রাখছে। উপকারভোগীবৃন্দ এক বাক্যে এই প্রকল্পের জয়গান করেছে। যারা উপকারভোগী নয়, তারাও মনে করে যে, এই প্রকল্প আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা রাখছে। মাঠ পর্যায়ের সকল এলাকায় এর সফলতা অনেক বেশী উচ্চারিত হয়েছে। সমবায়ী মনোভাব সৃষ্টি করণে বা নতুন ও অপ্রচলিত পেশা গ্রহণে তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও দরিদ্র মানুষের দুবেলা আহারের ব্যবস্থা করতে এবং জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে এই প্রকল্প প্রশংসনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে।

দাতা সংস্থা এই প্রকল্পের মেয়াদ ৯৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। আর যদি বর্ধিত না করা হয়, তাহলেও যেন বর্তমানে প্রাপ্ত মূলধন দ্বারা প্রকল্পটি চলমানতা ও টেকসইতা লাভ করে, সে বিষয়ে এখনই বিআরডিবি কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নীতি নির্ধারক বৃন্দকে প্রয়োজনে অন্য দাতা সংস্থার নিকট মূলধন প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের এই একটি প্রকল্প, যা যে কোন এনজিও প্রকল্পের সংগে পাল্লা দিয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সে বিষয়টি যেন সরকার এবং বিআরডিবি কর্তৃপক্ষ ভুলে না যায়।

BIBLIOGRAPHY

Ahmed, S. Razia, (1983) Financing the Rural Poor, Obstacles and Realities, University Press Limited, Dhaka, Bangladesh

Bangladesh Bureau of Statistics, (1989) Rural Credit Survey in Bangladesh 1987. Dhaka, Bangladesh

Government of Pakistan, (1959) Credit Inquiry Commission Report. Rawalpindi, Pakistan

Hossain Mohammad, (1991) Rural Finance in Bangladesh. NILG., Dhaka, Bangladesh

Hossain Zillur Rahman and Hossain Mahbub ed., (1992) Re-thinking Rural Poverty : A Case Study for Bangladesh. BIDS, Dhaka, Bangladesh

Hossain, Mahbub, (1984) Credit for the Rural Poor : The Grameen Bank in Bangladesh. BIDS, Dhaka, Bangladesh

Khan, Akbar Ali and et al., (1988) Sustainability of Rural Development Projects : A Case Study of Rural Development-I Project Bangladesh (IDA Credit No. 631 BD). BPATC, Savar, Dhaka, Bangladesh

Maloney Clarence and Ahmed, A.B. Sharfuddin, (1988) Rural Savings and Credit in Bangladesh. University Press Ltd. Dhaka, Bangladesh

Shawkat Ali A.M.M., (1990) Agricultural Credit in Bangladesh. PIB Press Dhaka, Bangladesh.

৩. ঋণ প্রাপ্তি

৩.১ কোন্ কাজের জন্য আপনাকে ঋণ দেয়া হয়েছে ? ....কাজের জন্য ।

৩.২ আপনি কি নিজেই একাজ করার মনস্থ করেছিলেন, নাকি ফিল্ড অর্গানাইজারের কথায় একাজের জন্য ঋণ নিয়েছেন ?

৩.৩ মোট কত টাকা ঋণ পেয়েছেন ? .... টাকা

৩.৪ ঋণ পাবার জন্য আপনাকে কোন প্রকার বন্ধকী দিতে হয়েছে কি ?

হ্যাঁ [ ] না [ ] উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কি বন্ধকী দিয়েছেন ?

৩.৫ আপনাকে কত কিস্তিতে ঋণ শোধ করতে হবে ? .... কিস্তি

৩.৬ কতদিন পর পর কিস্তি জমা দিতে হয় ? .... দিন পর পর ।

৩.৭ প্রতি কিস্তিতে কত টাকা দিতে হয় ? .... টাকা

৩.৮ কত টাকা হারে সুদ দিতে হয় ? .... টাকা হারে

৩.৯ কোন কিস্তি জমা দিতে না পারলে কি করতে হয় ?

৩.১০ আপনি কি আরডি-১২ প্রকল্পের শেয়ার ক্রয় করেছেন ?

৩.১১ আপনি কি এর আগে অন্য কোন ব্যক্তি বা এন,জি,ও, থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন ?

হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, সেখানে কত টাকা সুদ দিতে হতো ? .... টাকা

৩.১২ কেন আরডি-১২ থেকে ঋণ নেয়া পছন্দ করলেন ?

৪. কর্ম সংস্থান

৪.১ বর্তমানে যে কাজ করছেন, ঋণ পাবার আগেও কি সে কাজই করতেন ?

হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, ঋণ পাবার আগে ও পরের কাজের ক্ষেত্রে কী কী পার্থক্য দেখছেন ?

ক)

খ)

গ)

৪.২ আপনি যে কাজের জন্য আরডি-১২ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, সে কাজই করছেন কি ?

হ্যাঁ [ ] না [ ] উত্তর 'না' হলে, কেন কাজ পাল্টালেন ?

কাজ পাল্টানোর বিষয় কি ফিল্ড অর্গানাইজার জানেন ?

৪.৩ বর্তমানে একাকী কাজ করছেন, না দলীয়ভাবে ? একাকী [ ] দলীয়ভাবে [ ]
উত্তর 'দলীয়ভাবে' হলে, দলে কাজ করতে কোন অসুবিধা হলে তার বিবরণ দিন :

৩. ঋণ প্রাপ্তি

৩.১ কোন্ কাজের জন্য আপনাকে ঋণ দেয়া হয়েছে ? ....কাজের জন্য ।

৩.২ আপনি কি নিজেই একাজ করার মনস্থ করেছিলেন, নাকি ফিল্ড অর্গানাইজারের কথায় একাজের জন্য ঋণ নিয়েছেন ?

৩.৩ মোট কত টাকা ঋণ পেয়েছেন ? .... টাকা

৩.৪ ঋণ পাবার জন্য আপনাকে কোন প্রকার বন্ধকী দিতে হয়েছে কি ?

হ্যাঁ [ ] না [ ] উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কি বন্ধকী দিয়েছেন ?

৩.৫ আপনাকে কত কিস্তিতে ঋণ শোধ করতে হবে ? .... কিস্তি

৩.৬ কতদিন পর পর কিস্তি জমা দিতে হয় ? .... দিন পর পর ।

৩.৭ প্রতি কিস্তিতে কত টাকা দিতে হয় ? .... টাকা

৩.৮ কত টাকা হারে সুদ দিতে হয় ? .... টাকা হারে

৩.৯ কোন কিস্তি জমা দিতে না পারলে কি করতে হয় ?

৩.১০ আপনি কি আরডি-১২ প্রকল্পের শেয়ার ক্রয় করেছেন ?

৩.১১ আপনি কি এর আগে অন্য কোন ব্যক্তি বা এন,জি,ও, থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন ?

হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, সেখানে কত টাকা সুদ দিতে হতো ? .... টাকা

৩.১২ কেন আরডি-১২ থেকে ঋণ নেয়া পছন্দ করলেন ?

৪. কর্ম সংস্থান

৪.১ বর্তমানে যে কাজ করছেন, ঋণ পাবার আগেও কি সে কাজই করতেন ?

হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, ঋণ পাবার আগে ও পরের কাজের ক্ষেত্রে কী কী পার্থক্য দেখছেন ?

ক)

খ)

গ)

৪.২ আপনি যে কাজের জন্য আরডি-১২ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, সে কাজই করছেন কি ?

হ্যাঁ [ ] না [ ] উত্তর 'না' হলে, কেন কাজ পাল্টালেন ?

কাজ পাল্টানোর বিষয় কি ফিল্ড অর্গানাইজার জানেন ?

৪.৩ বর্তমানে একাকী কাজ করছেন, না দলীয়ভাবে ? একাকী [ ] দলীয়ভাবে [ ]
উত্তর 'দলীয়ভাবে' হলে, দলে কাজ করতে কোন অসুবিধা হলে তার বিবরণ দিন :

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

"পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের মূল্যায়ন সমীক্ষা"

প্রশ্ন পত্র-১

[বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বি,এস,এস) এবং মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এম,বি,এস,এস) এর সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য]

বিঃদ্রঃ: যে সব বিত্তহীন পুরুষ 'বিত্তহীন সমবায় সমিতি'র সদস্য এবং যেসব মহিলা 'মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি'র সদস্য পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করে আত্ম-কর্মসংস্থানে রত আছেন, তারা উত্তরদাতা/দাত্রী হিসেবে বিবেচিত হবেন। সদস্য ব্যতিরেকে অন্য কারও প্রদত্ত উত্তর গ্রহণযোগ্য হবেনা। প্রাপ্ত তথ্যাদি গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হবে। প্রযোজ্য স্থানে টিকচিহ্ন দিন

১. জন তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১.১ উত্তরদাতার/দাত্রীর নাম :

১.২ স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম .... ইউনিয়ন ....

থানা .... জেলা ....

১.৩ বয়স :

১.৪ বর্তমান পেশা :

১.৫ নিজ জমির পরিমাণ (একরে) :

১.৬ পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : .... জন

২. পল্লী উন্নয়ন-১২ (আরডি-১২) প্রকল্পের সমিতি সংক্রান্ত বিবরণ

২.১ আপনি কবে/কোন সালে বি,এস,এস,/এম,বি,এস,এস-এর সদস্য হয়েছেন ?

২.২ আপনার সমিতির সদস্য সংখ্যা কতজন ?

২.৩ কীভাবে সভাপতি, ম্যানেজার/সেক্রেটারী নির্বাচন করেছিলেন ?

২.৪ সভাপতি, ম্যানেজার/সেক্রেটারী কতদিন পর পর এবং কীভাবে নির্বাচন করেন ?

ক)................. বছর পর খ) (কীভাবে) ....

২.৫ এসব পদে নির্বাচনে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দেয় কি ? হ্যাঁ [ ] না [ ]
উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কী জটিলতা দেখা দেয় ?

২.৬ সভাপতি, ম্যানেজার/সেক্রেটারী তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেন কিনা, সে বিষয়ে বলুন :

২.৭ আপনার সমিতি কখন রেজেস্ট্রিভুক্ত হয়েছে ?

২.৮ এযাবত কোন সদস্যকে বহিস্কার করা হয়ে থাকলে কারণ উল্লেখ করুন :

৪.৪ বর্তমান পেশায়/কাজে ঋণের সব টাকা খাটাতে পারছেন কি ? হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'না' হলে, বাকী টাকা কী করেন ?

৪.৫ বর্তমান পেশার ক্ষেত্রে আরডি-১২ প্রকল্প থেকে কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি ? হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কি প্রশিক্ষণ .... কতদিনের ....

কোথায় ....

৫. ঋণ প্রাপ্তির ফলাফল

৫.১ যে কাজের জন্য ঋণ নিয়েছেন, সে কাজে প্রতি বছর গড়ে আপনার কত টাকা লাভ হচ্ছে ? .... টাকা

৫.২ এতে আপনার সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে বছরে কত টাকা জমা থাকে ?

.... টাকা

৫.৩ বছরে কত টাকা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখেন ? .... টাকা

৫.৪ নীচের বিষয়াবলীতে পূর্বের তুলনায় বর্তমান অবস্থার উন্নতির পরিমাণ উল্লেখ করুন :

বিষয়	উন্নতির পরিমাণ(শতকরা হারে)
ক) অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	
খ) জমির মালিকানা	
গ) খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	
ঘ) পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	
ঙ) বিশুদ্ধ পানি ও সেনিটারী লেট্রিন ব্যবহার	
চ) পরিস্কার বস্ত্র পরিধান	
ছ) ছেলে মেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা	
জ) বসতবাটীর উন্নয়ন (নির্মাণ/মেরামত)	
ঝ) বয়স্ক শিক্ষা	
ঞ) অন্য কোন বিষয় (উল্লেখ করুন)	

৫.৫ আর যদি ঋণ দেয়া না হয়, আপনি কি নিজের পুঁজি/সঞ্চয় এবং বর্তমানে অর্জিত অভিজ্ঞতা/দক্ষতা দ্বারা এই ব্যবসা/পেশা/চালিয়ে যেতে পারবেন ? হ্যাঁ [ ] না [ ]

৫.৬ (কেবল মহিলা সদস্যকে জিজ্ঞেস করুন)
আপনার ঋণ বা লাভের টাকা আপনার স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্য তার নিজের প্রয়োজনে নিয়ে ব্যয় করে আপনার পুঁজি কি নষ্ট করে ফেলছে ? হ্যাঁ [ ] না [ ]

৫.৭ মহিলা বলে ঋণের টাকা দিয়ে ব্যবসা চালাতে আপনার কোন অসুবিধা হয়ে থাকলে উল্লেখ করুন :

৫.৮ (পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য প্রশ্ন করুন)
ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে আপনার কোন সমস্যা হয়ে থাকলে উল্লেখ করুন :

৬. অন্যান্য বিষয়

৬.১ ফিল্ড অর্গানাইজারগণ কতদিন পর পর দেখা করেন ? .... দিন পর

৬.২ তারা আপনাকে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাহায্য করেন ?

ক)

খ)

৬.৩ আপনি কি আরডি-১২ প্রকল্পের শেয়ার থেকে (যদি কিনে থাকেন) এযাবত কোন লাভ পেয়েছেন ? হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে মোট কত টাকা ? .... টাকা

৬.৪ ঋণ প্রাপ্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকলে উল্লেখ করুন :

৬.৫ আপনার মতে এনজিও থেকে ঋণ নেয়া ভাল, নাকি আরডি-১২ থেকে ঋণ নেয়া ভাল ?
.... থেকে

আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন :

৬.৬ আপনার জানামতে অন্য যারা আরডি-১২ থেকে ঋণ নিয়েছে, তারা সবাই লাভবান হচ্ছে কি ?

৬.৭ যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে কি নিজ সামর্থে মোকাবিলা করে দাঁড়াতে পারবেন ?

৬.৮ ঋণ প্রাপ্তি, পরিশোধ, সুদের হার, পেশা পরিবর্তন, ট্রেনিং এবং ফিল্ড অর্গানাইজারদের কাজ প্রভৃতি সম্পর্কে কোন সুপারিশ থাকলে উল্লেখ করুন :

....

....

....

....

(ধন্যবাদ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ....

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

"পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের মূল্যায়ন সমীক্ষা"

প্রশ্নপত্র-২

[পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প এলাকার মধ্যে যেসব পরিবার বিত্তহীন অথবা ক্রমাগত বিত্তহীনতার পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত এই সংস্থা থেকে এবং অন্য কোন এন,জি,ও,থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেনি, এরূপ পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীর নিকট থেকে উত্তর গ্রহণ করতে হবে । প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন।]

১. জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১.১ উত্তরদাতার/দাত্রীর নাম :

১.২ স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম .... ইউনিয়ন ....

থানা .... জেলা ....

১.৩ বয়স :

১.৪ নিজ জমির পরিমাণ (একরে) :

১.৫ পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : .... জন

২. কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য

২.১ আপনি বর্তমানে কোন্ পেশায় নিয়োজিত ?

২.২ আপনার পেশার আয় দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হচ্ছেন কি ?
হ্যাঁ [ ] না [ ]
উত্তর 'না' হলে, কি কারণে সক্ষম হচ্ছেন না ?

২.৩ আপনি যদি পুঁজি গঠনের জন্য ঋণ পেতেন, তাহলে কি অন্য কোন পেশা বেছে নিতেন ?

২.৪ ঋণ পেলে নতুন পেশা গ্রহণ করে চালাবার মত দক্ষতা/যোগ্যতা কি আপনার আছে ?

২.৫ আপনি কি মনে করেন কেবল পুঁজির অভাবেই আপনি মনমতো পেশা বেছে নিতে পারছেন না ?

৩. আরডি-১২ প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত

৩.১ আপনি কি আরডি-১২ প্রকল্পের কথা শুনেছেন ? হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, যারা আপনার গ্রামে বা পাশের গ্রামে এই প্রকল্পের সদস্যভুক্ত হয়েছে এবং ঋণ গ্রহণ করেছে, তারা সবাই কি আর্থিক উন্নতি করতে পেরেছে ?
হ্যাঁ [ ] না [ ]

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কতটা উন্নতি করেছে ?

উত্তর 'না' হলে, তাদের আর্থিক উন্নতি না হওয়ার কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন ?

৩.২ যারা আরডি-১২ প্রকল্পের সদস্য ও ঋণ গ্রহীতা, তাদের ক্ষেত্রে আপনার জানামতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে মতামত দিন :

বিষয়	পূর্বের তুলনায় ঋণ প্রাপ্তির পরের অবস্থায় উন্নতির পরিমাণ (শতকরা হারে)
ক) অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা	
খ) জমির মালিকানা	
গ) খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি অর্জন	
ঘ) পশু ও হাঁস-মুরগীর মালিকানা	
ঙ) বিশুদ্ধ পানি ও সেনিটারী লেট্রিন ব্যবহার	
চ) পরিস্কার বস্ত্র পরিধান	
ছ) ছেলে মেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা	
জ) বয়স্ক শিক্ষা	
ঞ) অন্য কোন বিষয় (উল্লেখ করুন)	
....	

৩.৩ যারা ঋণ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে যদি আর ঋণ না দেয়া হয়, তাহলে গৃহীত ঋণ শোধ করে কি তারা তাদের পেশা/ব্যবসা চালাতে পারবে বলে মনে করেন ?

৩.৪ আরডি-১২ থেকে ঋণ গ্রহণে কী কী সমস্যা আছে বলে আপনি মনে করেন ?

৩.৫ আপনার জানামতে কেও কি উক্ত সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে আর শোধ দিতে পারছেনা ?

৩.৬ ঋণ গ্রহণ করে কেও কি সর্বস্রান্ত হয়ে গেছে বলে আপনি জানেন ?

৩.৭ আরডি-১২ প্রকল্পের সদস্যভুক্ত হতে আপনার বাধা কী কী ?

৩.৮ সুযোগ পেলে কি আপনি এর সদস্যভুক্ত হবেন ?

৩.৯ এই প্রকল্পের কোন দোষত্রুটি আপনার জানা থাকলে উল্লেখ করুন ।

(ধন্যবাদ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সবাক্ষর

তারিখ : ....

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বিষয়:- পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প মূল্যায়ন সমীক্ষা

চেকলিষ্ট

(থানা পর্যায়ে কর্মরত আরডি-১২ দপ্তর (বিআরডিবি দপ্তর) থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ।
প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করতে হবে)

[প্রাপ্ত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হবে । সংস্থার গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা হবে না]

১। সংশ্লিষ্ট থানার নাম :

২। সংস্থা জনসাধারণের মধ্যে যে ঋণ বিতরণ করে তার উৎস

	উৎসের ধরন	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	মোট উৎসের শতকরা হার
ক)	সদস্যদের প্রদত্ত নিয়মিত চাঁদা		
খ)	সঞ্চয়ী জমা		
গ)	স্থায়ী জমা		
ঘ)	দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান		
ঙ)	প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা		
চ)	অন্য কোন উৎস (উল্লেখ করুন)		

৩। আরডি-১২ এর প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ (আর্থিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমসহ)

ক)

খ)

গ)

ঘ)

ঙ)

চ)

৪. কার্যক্রম কভারেজ সম্পর্কিত তথ্য (শুধুমাত্র থানার মধ্যে)

ক) ইউনিয়নের সংখ্যা : .... টি

খ) গ্রামের সংখ্যা : .... টি

গ) বিত্তহীন সমবায় সমিতির সংখ্যা : .... টি

ঘ) মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির সংখ্যা : .... টি

ঙ) মোট উপকারভোগীর (ঋণ গ্রহীতার) সংখ্যা:

পুরুষ .... জন, মহিলা..........জন, সর্বমোট .... জন ।

৫.　সংস্থার বিতরণকৃত ঋণের বিবরণ : (সংশ্লিষ্ট থানার তথ্য নিন)

বিষয়	বছর ভিত্তিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ (টাকায়)		
	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
বিতরণকৃত ঋণ			
পুরুষ :			
মহিলা :			
মোট			
আদায়কৃত অর্থ			
পুরুষ :			
মহিলা :			
মোট			
অনাদায়ী অর্থ			
পুরুষ :			
মহিলা :			
মোট			

৬। উপকারভোগীদেরকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য শতকরা বার্ষিক কতটাকা হারে সুদ প্রদান করতে হয় । টাকা .... হারে

৭। ঋণ প্রাপ্তির জন্য উপকারভোগীদেরকে কোন্ কোন্ ধরনের বন্ধকী রাখতে হয় ?

৮। কোন্ প্রক্রিয়ায় উপকারভোগী (ঋণ গ্রহীতা) নির্ধারণ করা হয় (উল্লেখ করুন) ?

ক)

খ)

গ)

৯। সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ একজন গ্রহীতাকে প্রদান করা হয় ?

১০। কত কিস্তিতে বা দিনে ঋণ পরিশোধযোগ্য ?
.... কিস্তিতে .... দিনে

১১। ঋণ আদায়ের পদ্ধতি কি ?

১২। ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সমস্যাবলী কি কি ?

১৩। এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থানায় মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ কত ?

১৪। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক) প্রশিক্ষণের বিষয়াদি

খ) প্রশিক্ষণের মেয়াদ

গ) প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন

ঘ) প্রশিক্ষক কারা

১৫। শেয়ার সংক্রান্ত তথ্য

ক) সমিতিভুক্ত সদস্যরা কীভাবে শেয়ার ক্রয় করে

খ) শেয়ারের লভ্যাংশ কখন ও কীভাবে দেয়া হয়

গ) সাধারণত বছরে কত টাকা হারে শেয়ারের লাভ প্রদান করা হয়

১৬। ফিল্ড অর্গানাইজারদের কাজের বিবরণ দিন ।

১৭। এনজিও'দের ঋণ বিতরণ এবং আরডি-১২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী কী ?

১০.০ পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্প এলাকা (জেলার নাম)

১। দিনাজপুর
২। ঠাকুরগাঁও
৩। পঞ্চগড়
৪। বগুড়া
৫। জয়পুরহাট
৬। জামালপুর
৭। শেরপুর
৮। নেত্রকোনা
৯। ময়মনসিংহ
১০। কিশোরগঞ্জ
১১। খুলনা
১২। সাতক্ষীরা
১৩। বাগেরহাট
১৪। পিরোজপুর
১৫। ঝালকাঠি
১৬। বরিশাল
১৭। ভোলা